বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ১৫ অগস্ট ২০২৪ ৩০ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.8.2024, Vol.18, Issue No. 67 8 Pages, Price 3.00

ছুটি

৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজ ১৫ অগস্ট, বৃহস্পতিবার একদিন পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ হবে ১৭ অগস্ট, শনিবার। সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টদের জানাই স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভকামনা।

‘রবির মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে’

চিকিৎসকদের কাজে ফেরার অনুরোধ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তভার গিয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। এ বার সিবিআইকে তদন্তের জন্য সময় বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে তদন্ত সম্পূর্ণ উদঘাটিত করতে হবে। বুধবার সন্ধ্যায় হাজরা মোড়ে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালের এক অনুষ্ঠানে গিয়েছেন মমতা। সেখানে তিনি বলেন, ‘আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদঘাটিত করতে হবে। আমাদের কলকাতা পুলিশ ৯০ শতাংশ তদন্ত করে দিয়ে এসেছে।’ এদিকে, চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জেরে বড়সড় প্রভাব পড়েছে চিকিৎসা পরিষেবায়। হাসপাতালে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন বহু মানুষ। এবার কর্মবিরতি ভুলে কাজে ফেরার জন্য চিকিৎসকদের কাছে আর্জি জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার প্রাক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেহালার ম্যান্টনে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানেই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে ফের মুখ খোলেন তিনি। প্রথম থেকেই তিনি যে আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে মমতা বলেন, ‘ঘটনা ঘটেছিল সম্ভবত শুক্রবার। ঘটনা জানতে পারার পরে আমি সারারাত ঘুমাইনি। আমার সঙ্গে পুলিশ কমিশনার রাত ২টো পর্যন্ত কথা বলেছেন। আমি কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলাম, কাউকে যেন না ছাড়া হয়। ১২ ঘণ্টার মধ্যে আসল যে খুনি তাকে জেরা করে তার প্রমাণ সংগ্রহ করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমি রবিবার পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। একটা তদন্ত করতে একটু সময় দিতে হয়। আমি স্বাস্থ্য দপ্তরকেও বলেছিলাম তদন্ত করতে। তদন্ত ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করতে বলা যায় না। ৪৮ ঘণ্টা তদন্ত করে যখন জানাল তখন সবাইকে ওখান থেকে বদলি করে দিলাম।’ যেভাবে আরজি কর কাণ্ডে রাজনৈতিক দলাদলি ভুলে রাম-বাম-কংগ্রেস যৌথভাবে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে তাকে অরাজকতা বলেও নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘ন্যক্কারজনক ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করতে একদল নেমে পড়েছে। যারা রাজনীতি করছেন তাঁদের বলছি, রাজনীতি করবেন না। নিহত মেয়েটির আত্মার প্রতি শান্তি জানান। ওঁর পরিবারকে সমবেদনা জানান। হাথরস- উন্নাওয়ে বিজেপি সরকারের জুমানায় এর চেয়েও নৃশংস ও নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল। তখন কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? সিপিএম জমানায় বানতলায় চিকিৎসক অনিতা দেওয়ানকে খুন করা হয়েছিল। আজ সবাই শাধু সেজেছে।’ চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সাধারণ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকদের অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে তিন জন বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। চিকিৎসা দিতে আপনারা অঙ্গীকারবদ্ধ। পাঁচ দিন হয়ে গেল। দয়া করে, প্লিজ কাজে ফিরুন। পায়ে ধরে বলছি, তাতে যদি চরণযুগল ভাল থাকে। চিকিৎসা করুন। তার জন্য আপনারা নিযুক্ত। আন্দোলন করেছেন। কেউ আটকায়নি। এবার কাজে নামুন, আবেদন। আমার সচিব আবেদন জানিয়েছেন। আজ আমি আবেদন করছি। সিনিয়র ডাক্তাররা পরিষেবা দিচ্ছেন, আমি কৃতজ্ঞ।’

পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে সর্বত্র যে আন্দোলন চলছে, তার পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন মমতা। রাম-বামের চক্রান্তের বিরুদ্ধে পথে নামতে চলেছে তৃণমূল। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ১৬ অগস্ট বেলা তিনটের সময় মৌলালি মোড়ে জমায়েত হবে। সবাইকে যোগ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। মমতা নিজে থাকবেন সেই মিছিলে। বিকেল ৪টের সময় মৌলালি থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত যাবে সেই মিছিল। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআই-কে অভিযুক্তের ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেন, ‘১৭ তারিখ থেকে সারা বাংলায়, সব ব্লক, সব ওয়ার্ডে ২টো থেকে ৪টে পর্যন্ত বাম-রামের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মিছিল এবং আন্দোলন হবে। ১৮ তারিখ ধর্না হবে ব্লকে ব্লকে। ১৯ তারিখে রাখি। ২০ তারিখে আবার পথে নামব আমরা। সে দিনের কর্মসূচি পরে জানিয়ে দেব।’

হাথরসের সঙ্গে আরজি করের তুলনা টানলেন রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ১৪ অগস্ট: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা দেশজোড়া প্রতিবাদের মধ্যেই এ বার প্রতিক্রিয়া জানালেন রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা বুধবার এক্স হ্যান্ডল পোস্টে আরজি কর-কাণ্ডের নিন্দা করে দুষেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ-প্রশাসনকে। প্রসঙ্গত, সোমবার কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা এক্স হ্যান্ডলে আরজি কর-কাণ্ডের কড়া নিন্দা করে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তবে রাজ্য সরকার বা পুলিশকে সরাসরি নিশানা করেননি তিনি। যা বুধবার করলেন রাহুল।

এক্স পোস্টে রাহুল লিখেছেন, ‘কলকাতায় এক জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের জঘন্য ঘটনায় হতবাক গোটা দেশ। যে ভাবে তাঁর উপর নৃশংস, অমানবিক অত্যাচার হয়েছে, তাতে চিকিৎসক সমাজ এবং নারীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ স্পষ্ট।’ এর পরেই রাজ্যকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, ‘ন্যায়বিচার নিশ্চিত না করে অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা হাসপাতাল ও স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। এই ঘটনা আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে যে, মেডিক্যাল কলেজের মতো জায়গায় যদি চিকিৎসকেরা নিরাপদ না থাকেন, তা হলে অভিভাবকেরা কোন ভরসায় তাঁদের মেয়েকে পড়তে পাঠাবেন?’

সেই সঙ্গে ২০১২ সালে দিল্লির গণধর্ষণ এবং হত্যা মামলার প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের প্রশ্ন, নির্ভয়া মামলার পর তৈরি হওয়া কঠোর আইনও কেন এই ধরনের অপরাধ বন্ধ করতে ব্যর্থ?’ বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের হাথরস, উন্নাও এবং কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া ধর্ষণকাণ্ডের সঙ্গেও আরজি করের তুলনা টেনেছেন রাহুল। এক্স পোস্টে তাঁর মন্তব্য, ‘হাথরস থেকে উন্নাও এবং কাঠুয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত মহিলাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অপরাধের ঘটনার বিষয়ে, প্রতিটি দল এবং সমাজের প্রতিটি অংশকে গুরুত্ব সহকারে এক সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং দৃঢ় পদক্ষেপ করতে হবে।’

সেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাহুল লিখেছেন, ‘এই অসহনীয় যন্ত্রণার সময় আমি নিহতের পরিবারের পাশে রয়েছি। প্রতিটি পরিস্থিতিতে তাদের ন্যায়বিচার পাওয়া উচিত এবং অপরাধীদের এমন শাস্তি হওয়া উচিত যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।’

দায়িত্ব পেয়েই তৎপর সিবিআই

বিক্ষোভের জেরে অভিযুক্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিআর সিংয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে মঙ্গলবারই সিবিআইকে তদন্তভার দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাতেই মামলা সংক্রান্ত নথিপত্র হস্তান্তরিত হয়েছে। বুধবার সকালে অভিযুক্তকেও নিজেদের হেপাজতে নেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। কিন্তু অভিযুক্তের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে গিয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঘুরতে হল সিবিআইকে। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জোকার দিকে। জোকা ইএসআই হাসপাতালে গত কয়েক দিন ধরেই বিক্ষোভ চলছে চিকিৎসকদের একাংশের। জোকার দিকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অভিযুক্তকে, তখন আন্দোলনের তেজ আরও বাড়ে। এমন অবস্থায় জোকা ইএসআই যাওয়ার আগেই মাঝপথে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয় সিবিআই। এর পর অভিযুক্তকে নিয়ে কমান্ড হাসপাতালে যান সিবিআই অফিসারেরা। কিন্তু সেখানেও হয় না আরজি কর-কাণ্ডে ধৃতের স্বাস্থ্যপরীক্ষা। যদিও কমান্ড হাসপাতালে কী কারণে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা হয়নি, তা স্পষ্ট নয়। শেষে ভারতীয় রেলের বিআর সিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জোকা ইএসআই হাসপাতালে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দাবি, অভিযুক্তকে জোকা ইএসআইতে নিয়ে যাওয়ার ভাবনার সঙ্গে তাঁদের বিক্ষোভের কোনও যোগ নেই। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁরা আগে থেকেই প্রতিবাদ আন্দোলন চালাচ্ছেন হাসপাতাল চত্বরে। যে সময়ে জোকার দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল, সেই সময় আন্দোলনের তেজ কিছুটা বেড়েছিল, এ কথা অবশ্য মানছেন জোকা ইএসআইয়ে আন্দোলনরতদের একাংশ। তবে অভিযুক্তকে নিয়ে জোকা ইএসআইতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না; এমন কোনও দাবি তাঁরা করেননি বলেই জানাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। উল্লেখ্য, বুধবার সকালেই দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের বিশেষ দল। সেই দলের সদস্যেরা বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছন আরজি করে। সঙ্গে ছিলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। আরজি করে সিবিআইয়ের এক কর্তা বলেন, ‘মেডিক্যাল ও ফরেন্সিক দলও আমাদের সঙ্গে এসেছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি।’ সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা আরজি করে পৌঁছতেই সেখানকার আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা সমস্বরে চিৎকার করতে থাকেন, ‘বিচার চাই’! গত শুক্রবার ভোরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চার তলায় সেমিনার কক্ষ থেকেই উদ্ধার হয়েছিল মহিলা চিকিৎসকের দেহ। অভিযোগ, তাঁকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে। আরজি করে পৌঁছে প্রথমেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা প্রবেশ করেন সেই জরুরি বিভাগের ভবনে।

রক্তাক্ত কাশ্মীর, ডোডায় শহিদ সেনা আধিকারিক

শ্রীনগর, ১৪ অগস্ট: জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি দমন অভিযানে মৃত্যু এক সেনা আধিকারিকের। সূত্র মারফত খবর পেয়ে বুধবার ডোডা জেলার আসসর এলাকায় চার জঙ্গির খোঁজে গিয়েছিল সেনা ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। সেই সময় সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ওই ক্যাপ্টেন পদ মর্যাদার ওই সেনা আধিকারিকের। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, এনকাউন্টারে আহত হয়েছেন একজন স্থানীয় নাগরিক। বুধবার ডোডার জঙ্গল এলাকায় চার জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল যৌথ বাহিনী। খবর ছিল সন্ত্রাসবাদীরা শিবগড়-অসসর এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে। নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী ওই এলাকা ঘিরে ফেলতেই আচমকা বুলেট বৃষ্টি শুরু হয়। পালটা জবাব দেয় সেনাও। তখনই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ক্যাপ্টেন দীপক সিং নামের এক সেনা আধিকারিকের। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে আমেরিকায় তৈরি এম ৪ অসল্ট রাইফেল। তিনটি রক্ত লাগা বড় ব্যাগ উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে টুকিটাকি জিনিস।

বন্ধ বেসরকারি হাসপাতালেও বহির্বিভাগ

দিনভর ভোগান্তিতে রোগী ও পরিজনেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাসপাতালের বহির্বিভাগ বন্ধ থাকায় রাজ্য জুড়ে সরকারি হাসপাতালগুলিতে অচলাবস্থা জারি থাকল বুধবার। কোথাও বন্ধ বহির্বিভাগের সামনে সিঁড়িতে বসে রোগী দেখার কাজ চলার ছবি ধরা পড়ল তো কোথাও হাসপাতালে তৈরি করা হয় অস্থায়ী বহির্বিভাগ। যার জেরে দিনভর সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী ও তাঁর পরিজনদের। তবে এদিন পরিষেবা সচল রাখতে বেশিরভাগ জায়গাতেই সামাল দিতে দেখা গেল সিনিয়র চিকিৎসকদের।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিকেলেই আরজি করের বক্ষরোগ বিভাগে সেমিনার হলের উল্টো দিকের ঘর ভাঙা হয়। চিকিৎসক সংগঠনের সন্দেহ, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হতে পারে। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস-এর তরফে জানানো হয়, এর প্রতিবাদে বুধবার আট ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত রাজ্যের সব সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও জরুরি নয় এমন পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে। ডাক্তারদের ব্যক্তিগত চেম্বারও বুধবার ওই আট ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখার ঘোষণা হয়।

এরপর বুধবার গোটা রাজ্যে সব ক’টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ওপিডি পরিষেবা বন্ধের ডাক দেওয়া হয় রাজ্যের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস সংগঠনের তরফে। হাসপাতালে জরুরি নয় এমন সব পরিষেবাও বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়।

এর আগে মহিলা চিকিৎসক মৃত্যুর প্রতিবাদে কর্মবিরতি শুরু করেছিলেন আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা। সেই আন্দোলনের আঁচ গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ধাপে ধাপে শুরু হয় কর্মবিরতি। এর মাঝেই মঙ্গলবার সমস্ত হাসপাতালের বহির্বিভাগ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় চিকিৎসক সংগঠন। তার জেরে বুধবার সকাল থেকেই রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিত্রটা ছিল একই। হুগলি জেলায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে বহির্বিভাগের লিফটের সামনে বসেই চিকিৎসা পরিষেবা দেন চিকিৎসকরা। নদিয়া জেলার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বহির্বিভাগ বন্ধ ছিল। হাসপাতালের পিছনের অংশে একটি অস্থায়ী বহির্বিভাগ চালু করা হয়। বাঁকুড়া থেকে বীরভূম, শিলিগুড়ি থেকে মুর্শিদাবাদ সব জেলাতেই চিকিৎসক সংগঠনের ডাকা কর্মবিরতির প্রভাব পড়ে। দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়।

আরজি কর নিয়ে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বললেন, ‘আরজি করের ঘটনা ভয়াবহ। এতে আমাদের বিবেকে একটা ঝাঁকুনি লাগা উচিত। যা ঘটেছে, তা গোটা বাংলার কাছে লজ্জার। দেশ তো বটেই, মানবজাতির কাছেও লজ্জার।’ মঙ্গলবার পর্যন্ত আরজি করের ঘটনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি রাজ্যপাল। রাজভবনের যে ‘মিডিয়া সেল’-এর এক্স হ্যান্ডলে সাধারণত তাঁর মতামত সংক্রান্ত পোস্ট করা হয়, সেখানে গত পাঁচ দিনে অন্য বিষয়ে ছবি এবং বক্তব্য প্রকাশ করা হলেও আরজি করের ঘটনার কোনও উল্লেখ ছিল না। শেষে বুধবার বিকেলে ওই এক্স হ্যান্ডলে রাজ্যপালের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়। সেখানেই প্রথম আরজি করের ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির সমালোচনা করতে শোনা যায় রাজ্যপালকে। একই সঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমাদের দায়িত্ব বাংলা এবং ভারতকে মহিলাদের থাকার জন্য নিরাপদ করে তোলা। এটা বড় দায়িত্ব। যদি এখন আমরা সুযোগ হারাই তবে, ভবিষ্যতে আর নাও পেতে পারি।’ কোন সুযোগের কথা বলছেন রাজ্যপাল তা অবশ্য তিনি ওই ভিডিয়ো বার্তায় স্পষ্ট করেননি। তবে রাজ্যপাল বলেছেন, ‘আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। তা হলেই সাফল্য আসবে। কারণ বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, ‘জাগো, ওঠো, যতক্ষণ না লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।’ এই স্থির সংকল্পই থাকতে হবে আমাদের। নিশ্চিত করতে হবে, আমাদের মেয়েরা যাতে সুরক্ষিত থাকে।’ উল্লেখ্য, এই রাজভবনেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন সেখানে কাজ করতে যাওয়া এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী। রাজ্যপাল যদিও সেই অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছিলেন। বুধবার তিনি রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলায় আগেও মহিলাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রতিক অতীতেই আমরা দেখেছি রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে এক মহিলাকে অত্যাচারের ঘটনা। রাস্তার মধ্যে এক মহিলাকে বেআব্রু করার ঘটনাও ঘটতে দেখেছি এই সে দিন। আমি জানতে চাই এই বাংলাই কি সেই বাংলা, যেখানে কবিগুরু লিখেছিলেন, ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির..!’ যেখানে সর্বত্র চোখে পড়ছে মহিলাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার উদাহরণ।’

আরজি কর কাণ্ডের আঁচ বিধানসভায়, ধর্না শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের আঁচ বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে ধর্নায় বসেন বিজেপি বিধায়করা। এই পরিস্থিতিতে কেন কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন সেই প্রশ্ন তুললেন শুভেন্দু অধিকারী। আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল গোটা বাংলা। কর্মবিরতিতে চিকিৎসকরা। বুধবার বিধানসভা থেকে এই ইস্যুতে সোচ্চার হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, ‘আমরা সবাই ব্যথিত। ডাক্তাররা যেভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, আমরা ওনাদের সঙ্গে আছি।’ গোটা ঘটনার দায় মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে চাপিয়েছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে বিধানসভায় প্ল্যাকার্ড হাতে বসেন ধর্নায়। চিকিৎসক মৃত্যু নিয়ে এই পরিস্থিতির মাঝে কেন কন্যাশ্রী দিবস উদযাপন করা হবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘কন্যাশ্রী দিবস আজ। দিনটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোনও প্রয়োজন ছিল কি এই পরিস্থিতিতে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে ৩০০০ লোককে নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার? এত মানুষের জন্য খাওয়ার আয়োজনও করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এটা কাম্য?’ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। এদিন সুখেন্দুশেখর রায়ের ধরনায় শামিল হওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, রাজনীতির বাইরে গিয়ে এটা ভালো সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, সুখেন্দুশেখর রায় মঙ্গলবার গভীর রাতে এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘আমিও প্রতিবাদে যোগ দেব। কেন না লক্ষ লক্ষ বাঙালির মতো আমিও এক জন মেয়ের বাবা, নাতনির দাদু। আমাদের এ বিষয়ে সরব হতে হবে। মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসা অনেক হয়েছে। চলুন সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৪৩ নং এফিডেভিট বলে Chandra Shekhar Chaurasia S/o. Brija Shankar Chaurasia ও Chandra Sekhar Chaurasia S/o. B. S. Chaurasia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৪৮৬ নং এফিডেভিট বলে Soham Mukherjee S/o. Sudarsan Mukhopadhyay ও Soham Mukherjee S/o. Sudarshan Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৯২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dilip Sarkar ও Dilip Kr. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Pratima Dhar, C/O. Rabi Shankar Dhar R/O.- Vill- Baramushapur, P.O.- Uttar Badalpur, P.S.- Contai, Dist- Purba Mednipur, I have changed my name from Pratima Dhar to Pratim Dhar & my gender from female to male vide affidavit Dt. 13/08/2024 before notary public at Berhampore, Murshidabad.

নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Sk Nazrul Islam S/o. Sk. Abdul Mannan ও Sk. Najarul Islam S/o. Sk. A. Mannan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫০৯ নং এফিডেভিট বলে Aman Kumar Pandey ও Chintu Pandey S/o. Manish Pandey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৮/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Supriya Sen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madhusudan Gopal Sen ও M Sen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Sadeka Bibi, স্বামী-Ali Mahammad Sk, গ্রাম গড়ের ডাঙ্গা, বাগমারা, পোঃ- টিকিয়াপাড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ। আমার ছেলে Robiul Sk (D.O.B- 15/05/2011), তার Birth Certificate Reg No. 57/11, Dt. 06/06/2011 এতে আমার নাম Reksona Bibi আছে। গত ১২/০৮/২০২৪ বহরমপুর নোটারি পাবলিক এফিডেভিট বলে Sadeka Bibi এবং Reksona Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী অমর নাথ বন্দোপাধ্যায় পিতা ৺দীননাথ ব্যানার্জ্জী **২) শ্রী প্রবীর ব্যানার্জ্জী ৩) শ্রী প্রকাশ ব্যানার্জ্জী ৪) শ্রী প্রনব ব্যানার্জ্জী ৫) শ্রী প্রদীপ কুমার ব্যানার্জ্জী ৬) শ্রী কল্যান কুমার ব্যানার্জ্জী ৭) শ্রী প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জ্জী**, ২ হইতে ৭ নং এর পিতা ৺পঞ্চানন ব্যানার্জ্জী, **৮) শ্রী লোকনাথ বন্দোপাধ্যায়** পিতা ৺গৌরীনাথ ব্যানার্জ্জী, সকলের সাকিম আয়দা, পোঃ আয়দা কিসমত থানা বলাগড়, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৫১২, **৯)শ্রীমতী কল্পনা মুখার্জ্জী** স্বামী শ্রী চপল কান্তি মুখার্জ্জী সাকিম ২৪৪ নং এন এস রোড, সরকার পাড়া, পোঃ বৈদ্যবাটী, থানা শেওড়াফুলি, জেলা হুগলী, পিন ৭২৩১০৩, **১০)শ্রীমতী অর্পিতা মুখার্জ্জী** স্বামী শ্রী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জ্জী সাকিম ৩০৯/এ পঞ্চানন তলা রোড, পোঃ সার্কাস এভেনিউ, থানা পার্কস্ট্রীট, জেলা কলকাতা, পিন ৭০০০৪১, উক্ত সকল বিক্রেতাগনের পক্ষে বিগত ইং- 05/03/2020 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I, অফিসে IV-079/2020 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলকে (**শ্রী শিতাংশু মিত্র** পিতা শ্রী কানাই মিত্র, সাকিম- ফটোকদ্বার, পোঃ ও থানা কালনা, জেলা বর্ধমান, পিন ৭১৩৪০৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছেন।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা আয়দা কিসমত, জে.এল. নং ৬, হাল এল. আর ২৪৮ ও ৩২৫ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ৬৪৫ ও হাল ৯৬১ নং দাগে বাগান জমি ৩৪.৯০ শতক, ২)সাবেক ৬৪৬ ও হাল ৯৬২ নং দাগে বাগান জমি ৩৬ শতক, ৩)সাবেক ৬৪৭ ও হাল ৯৬৩ নং দাগে বাগান জমি ৬ শতক, একুনে তিনটি দাগে মোট ৭৬.৯০ শতক মায় বৃক্ষাদী সহ আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড়, জিরাট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **তাপস কুমার মন্ডল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

PRASANTA DASGUPTA COLLEGE OF EDUCATION,
VIDYANAGAR, PURBA BARDHAMAN

REQUIRED

ASSISTANT PROFESSOR in MATHEMATICS, GEOGRAPHY & EDUCATION FOR BED COURSE (AS PER NCTE NORMS). APPLY WITHIN 7 DAYS.
EMAIL- pdce.info@gmail.com.
Mob-9932749260.

আমমোক্তারনামা

লিখিতং শ্রী সঞ্জয় রায়, পিতা-শ্রী নিরঞ্জন কুমার রায় সাং-রবীন্দ্রনগর, পো ও থানা-চাকদহ, জেলা-নদীয়া বিগত ইং 12/11/2014 তারিখে সাব রেজিষ্ট্রী চাকদহ অফিসের 1 নং বহির 12 নং সিডি ভলুমের 149 নং পাতা হইতে 156 নং পাতায় নকলকৃত 4650 নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিলবলে আমাকে অর্থাৎ শ্রী ক্ষিতীশ পাল মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলের তপশীল জেলা নদীয়া 156 নং সুচরা মৌজার এল.আর জরীপে 537/1 নং খতিয়ানের অধীনে আর.এস ও এল.আর 1088 দাগে ষোল আনার 31 শতক জমি এবং 1089 নং দাগে ষোল আনার 14 শতক জমি একুনে 45 শতক জমি আমমোক্তারকৃত জমি হইতেছে। এতদ্বারা সকলের অবগত করা হইতেছে যে, উক্ত জমিটি বিক্রয় করিবার জন্য কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহার জন্য ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

শ্রী সঞ্জয় রায়, সাং-রবীন্দ্রনগর, পো ও থানা-চাকদহ,

নিখিল চন্দ্র মন্ডল, তপন কুমার মন্ডল, স্বপন কুমার মন্ডল, সকলের পিতা-৺মনোরঞ্জন মন্ডল প্রীতম মন্ডল, তানিয়া মন্ডল, অপর্না মন্ডল পিতা ও স্বামী- ৺পঙ্কজ কুমার মন্ডল, সকলের সাং নতুন পল্লী কল্যানী, নদীয়া বিগত ইং-১০.৬.২০১৯, এবং ১৩.৯.২০১৯, ১৬.৪.২০১৯ তারিখে কল্যানী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১২২, ২৮৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদের দুই জনকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তা নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-নদীয়া মৌজা বীরপাড়া জে.এল.নং ৫২ L.R- খতিয়ান নং ১১৪৯, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৪, R.S ও L.R- দাগ নং ৪৯০ সম্পত্তির পরিমান ৯.৮৭৯ শতক ও ১৪.৬৯৪৯ শতক মোট ২৪.৫৭৩৯ শতক

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ করে ১ মাসের মধ্যে।

ইতি, মিহির কুমার ভক্ত, পিতা- অনাদী রঞ্জন ভক্ত, সাং চাঁদামারী কল্যানী নদীয়া, খোকন বাড়ৈ, পিতা-মহাদেব বাড়ৈ সাং তালতলা, কল্যানী, নদীয়া।

NOTICE

আমি, শ্রী মাসুদ আলম, ছেলে - মনসুরুল হক, 17, গিরি বাবু লেন, বউবাজার, কলকাতা 700012, একটি জমি ক্রয় করেছি, নীচে বর্ণিত তফসিল, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডার শ্রী নিহারেন্দু বেরা, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নম্বর- 00397-2022 থেকে দলিল নম্বর- 12144-2023. উক্ত জমির মিউটেশন নিয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে অনুগ্রহ করে BLLRO, কলকাতা, KMC বিল্ডিং-এর অফিসে জানান, রুম 328, 5, S.N. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা 700 013, লিখিতভাবে বা ইমেলের মাধ্যমে bllroatm@gmail.com এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে। জমির তফসিল - মৌজা- চৌবাগ, জেএল নং-003, প্লট নং-316.

Ifrah Rahman Advocate
High Court, Calcutta
C/O- Advocate Vijay Agarwal
Bar Association Room No.-12

আরজি করের সেমিনার রুমের চাবি রহস্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য! ঘটনার দিন বিকেল ৪টে পর্যন্ত ক্লাস হয় ওই সেমিনার রুমে। তারপর তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই চাবি সিস্টার ইনচার্জকে দিয়ে দেওয়ার নিয়ম। এখন সেখান থেকে ওই চাবি কেউ নিয়েছিলেন কিনা, তা তিনি জানেন না বলে দাবি করলেন আরজি কর হাসপাতালের পালমোনারি মেডিসিন বিভাগের প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, রাতে কেউ তালা খুলে সেমিনার রুমে থাকেন কি না সেটা তিনি ঠিক জানেন না। ওই ঘটনার কথা তিনি শুক্রবার সকাল ৯টা ৩৫ নাগাদ জানতে পারেন। অন্যদিকে নার্সিং সুপার কৃষ্ণা সাহা জানান, চাবি একটা বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা সেটা ব্যবহারের জন্য নিয়ে যান। ওই দিন কেউ চাবি নিয়েছিল কি না, সেটা তিনি জানেন না। ওই দিন ৪ জন নার্স ওই বিভাগে ডিউটিতে ছিলেন। পুলিস তাদের সঙ্গেও কথা বলেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ঘটনার দিন রাতে চাবি কে নিল বা সেমিনার রুমের তালা খুলল কে তা নিয়েও।

এদিকে মেডিক্যালের কলেজের ভিতরই সেমিনার রুমে, নাইট ডিউটিরত চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মতো হাড়হিম করা ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গিয়েছে সব মহলে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নারকীয় নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিস। যদিও এই ঘটনা একজনের নয়, এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ আছে বলে দাবিতে সোচ্চার আন্দোলনকারী ডাক্তার থেকে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার আরজিকর কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। নির্দেশ পাওয়ার পরই সিবিআই দিল্লিতে মামলা করে। এরপরই এদিন সকালে দিল্লি থেকে কলকাতা এসে পৌঁছয় সিবিআই-এর টিম। ওদিকে সোদপুরে নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাও।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ ই আগস্ট। আজ মহান স্বাধীনতা দিবস। দশমী যুক্ত একাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ নতুন যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ময় দিন। নতুন যোগাযোগের দ্বারা বিদ্যায়, বিদ্যার্থীদের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রেম বা বিবাহ বিষয়ে যে বাধা ছিল, আজ তা সহজ সরল পথে থাকবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। প্রিয়জন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রশাসনিক কর্মে যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে বিশ্ব পত্র বা আম পাতা দ্বারা, মালা তৈরি করে তা টাঙিয়ে দিন।

বৃষ রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা শুভ। বন্ধু বান্ধব স্বজন পরিজন প্রতিবেশী দ্বারা আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা বিত্ত লাভ। প্রেমিক যুগলের শুভ দিন। বিদ্যার্থীদের জন্য দিব শুভ। প্রবীন নাগরিক, যারা ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স থেকে অর্থ পান, তাদের প্রাপ্তির দিন গৃহ মন্দিরে আমলকি দ্বারা শিব পুজার করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে

মিথুন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। ভাই বন্ধু প্রতিবেশী দ্বারা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাণিজ্যে অশান্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ দায়ক অবস্থান। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসার কারণে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজো পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : মধ্যম প্রকার দিন। গ্রহ অবস্থান বলছে, আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনলে, মান সম্মান বৃদ্ধি হবে। যারা সম্মানের সাথে, শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের কাছে যে কাজটা হয়ে যাওয়ার ছিল আজ তা বাধা পড়বে। সরকারি ভাবে যে কাজটা হলে আপনি আজ শান্তি পেতেন। তা আজ বাধা পড়বে। পরিবারে এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ধৈর্য সহ তার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন আর গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : এক অপরিচিত আচেনা মানুষের সাথে, কথা বলে বাণিজ্যের অগ্রগতি সম্ভব। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারের যে সম্পত্তি, বিষয়কে কেন্দ্র করে, জটিলতা ছিল তা আজ শুভ হবে। ছোট ভ্রমণ হবে। আনন্দ প্রাপ্তি হবে। বান্ধব এবং বান্ধবী দ্বারা শুভ হবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক সুযোগ হাতের সামনে আসবে। ধৈর্য রেখে বুদ্ধির দ্বারা আজ কর্তব্য সম্পাদন করুন শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা আরতি করুন এবং নারায়ন দেবতার উদ্দেশ্যে তুলসী প্রদানে মহাসুখ

কন্যা রাশি : বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহযোগিতায় বড় কাজ হয়ে পড়বে। যে কাজে বাধা পাচ্ছিলেন- এতদিন। আজ সকাল থেকেই সেই শুভ কাজের যোগাযোগ হবে। সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বিবাহের জন্য বাধা ছিল আজ শুভ হবে। পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে কপূর দ্বারা দেব-দেবীদের আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ যানবাহন বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। ছোট্ট ভুলের জন্য কোন বড় বিবাদ বিতর্ক তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। গ্রহযোগ যা আছে তাতে পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের স্বজনরা যেন আজ শত্রু। পরিশ্রমের দ্বারা আজ সফলতা নেই। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। গৃহবধূরা, আজ সতর্ক থাকতে হবে গৃহ অশান্তি বৃদ্ধি হবে। বাড়ির মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে আতপ চালসহ ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্রে পূজো পাঠ করুন শান্তি নিশ্চিত হবে।

বৃশ্চিক রাশি : তরল পদার্থ ঔষধ ব্যবসায়ীর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অর্থবৃদ্ধি নিশ্চিত। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। কোন সভা সমিতি থেকে সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। রাজনৈতিক নেভার খারা সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় কল। পুরাতন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি দাম্পত্য জীবনে শুভ। প্রেমিক যুগল শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ আতপ চাল দ্বারা গণেশের পূজা করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হবে। কর্মে শুভ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী, তাদের জন্য শুভ। যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, তা কম হবে। প্রবীন নাগরিক যিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরে আসবেন। আজ আত্মবিশ্বাস এমন বৃদ্ধি হবে যা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। গৃহবধূদের শান্তি। যাদের বাড়িতে পোষা কুকুর বেড়াল আছে তাদেরও শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ অবস্থান যা রয়েছে, তাতে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনাময় দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর প্রাপ্তি। বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় চর্চা করেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের কাছে কোন সুখবর আসতে পারে। পরিবারে কোনো নতুন জিনিস কেনা হবে। স্বজন বান্ধব পরিজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : মাথা ঠান্ডা রেখে, অন্যের কথা বেশি শুনলে ধৈর্য রাখলে আজ শুভ। নয় তো ছোটখাটো বিবাদ বিষয়ে বিতর্ক বড় আকার নেবে, সম্মানহানি যোগ রয়েছে। আজ যারা কর্মের আবেদন করলেন তাদের ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রুর কোন নজর আপনার ওপর আছে, সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের উদ্দেশ্যে নারিকেল ফল প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : যারা সরকারি বেতনভোগ কর্মচারী তাদের কাছে সুযোগ বৃদ্ধি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা শুভ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সেবামূলক কাজ করেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি হবে। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা তবে বাড়িতে যেন মাছের অ্যাকোরিয়াম না থাকে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে হলুদ রঙের মিষ্টি প্রদান করুন। সম্মান প্রাপ্তির সম্ভাবনা ফোন কল ফ্যাক্স থেকে।

(আজ ভারতবর্ষের ৭৮ তম বর্ষপূর্তি মহান স্বাধীনতা দিবস । পার্শী নববর্ষ। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১২/০৮/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৯১৯ নং এফিডেভিট বলে Ranajit Pal S/o. Nemai Pal ও Ranjit Kr Paul S/o. N. C. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Mohasin (old name) S/o. Sk Mujaffar Hossen R/o. Bejpara, Pindira, Balagarh, Hooghly– 712146, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Mohasin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sekh Mohasin & Sk Mohasin S/o. Sk Mujaffar Hossen উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Mojaphar Hosen Sk S/o. Billal Sk ঘোষণা করিয়াছি যে, Mojaphar Hosen Sk, Mojaphar Hosen Sekh, Sk Mujaffar Hossain, Sk Mujaffar Hossen & Sekh Mujaffar Hossain R/o. Bejpara, Pindira, Balagarh, Hooghly– 712146, W.B., সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Mohasin.

নাম-পদবী

আমি হাবিবুর সেখ ৮/৮/২৪ নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা ছিয়াফদ্দিন সেখ ও ছিয়াফুদ্দীন সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি। পোষ্ট রাধাকান্তপুর কালীগঞ্জ নদীয়া।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত, মোকাম চুঁচুড়া
২০২১ সালের ২৫ নং বৈবাহিক বিচ্ছেদ মোকর্দ্দমা
Ref: Mat Suit 25/21

দরখাস্তকারী :- সরিতা দাস বর্মন, স্বামী- বিশ্বনাথ বর্মন, পিতা- সমীর দাস, সাং- পলাশপুর, পোঃ- ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৫০৩।

এতদ্বারা **বিশ্বনাথ বর্মন,** পিতা- স্বর্গীয় বানভাসা বর্মন, ঠিকানা- খামার সীতা, পোঃ- সীতা হাট, থানা- সীতাই, জেলা- কোচবিহার, পিন- ৭৩৬১৬৭- কে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরকাস্তকারী উপরিউক্ত আদালতে আপনার বিরুদ্ধে বৈবাহিক বিচ্ছেদের প্রার্থনায় উপরিউক্ত নং মোকর্দ্দমা আনায়ন করিয়াছেন। এতদ্বারা আপনাকে অবগত করানো হইতেছে যে, উপরিউক্ত নং মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপনি স্বয়ং বা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অনথ্যায় উপরিউক্ত মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানি হইবে।

দরখাস্তকারীর তরফে
Roomi Dey(এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালত, মোকাম চুঁচুড়া

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000- 15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এইমর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, শ্রী /শ্রীমতি 1. সুরেশ কুমার লোহিয়া পিতা রামোতর লোহিয়া, 2. সরিতা লোহিয়া স্বামী সুরেশ কুমার লোহিয়া, এক এবং দুইর ঠিকানা লোহেয়া নিবাস 495, ঋষি বঙ্কিম সরণি, থানা আসানসোল(এস), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, 3. সঞ্জয় কুমার লোহিয়া পিতা রামাবতার লোহিয়া এবং 4. সঙ্গীতা লোহিয়া স্বামী সঞ্জয় লোহিয়া, তিন এবং চারের ঠিকানা রজক পাড়া, এস.বি. গড়াই রোড, থানা আসানসোল(এস), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, গত ইরাজী 22/07/2024 তারিখে I-5836 & I-5841 নং দলিলমূলে (এ.ডি.এস.আর. আসানসোল রেজিস্ট্রি অফিসে) সগির খান পিতা মৃত গোলাম গাউস, ঠিকানা নয়া বস্তি, রহমতনগর, থানা হীরাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান কর্তৃক সম্পাদিত I-5639/2024 নং আমমোক্তারনামা (এ.ডি.এস.আর. আসানসোল রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াচে এবং MN/2024/2305/9434, MN/2024/2305/9435, MN/2024/2305/9378 & MN/2024/2305/9379 নং মিউটেশন কেসের নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডি.এল. এন্ড এল.আর.ও (ই.পি.-১) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমাদিতে অনুরোধকরা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে। তপশীল ব্লক :- আসানসোল উপ- বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ মৌজা- ইসমাইল, জে.এল. নং- 22, এল. আর.দাগ নং - 7325 রায়তের নাম- শরনোময়ী গোপ ওরফে শ্রীময়ী গোপ, এল. আর. খতিয়ান নং- 9637, মোট পরিমান- 0.3692 একর।

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল সেখ মোরসেলিম, পিতা- স্বর্গীয় সেখ মোদারসের হুগলী জেলার চন্ডীতলা থানার অধীনস্থ কৃষ্ণরামপুর মৌজায় (জে.এল. নং- ৫৯) ৩০৯ নং খতিয়ান হইতে আগত হাল এল.আর-২১৯ নং খতিয়ানে লিখিত সাবেক ১৪৬৮ নং দাগ হইতে আগত হাল এল.আর ১৬৩৬ নং দাগে শালি সম্পত্তি হইতে ৫ শতক সম্পত্তি জনাই এ.ডি.এস.আর-এ রেজিস্ট্রিকৃত ২১-০৭-২০২২ তারিখের ৮২৫৭ নং সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিলের ভিত্তিতে ১) নূরেন নেসা বেগম, স্বামী- মৃত সেখ আক্তার আলী, ২) সেখ জুলফিকার, পিতা- মৃত সেখ আক্তার এবং ৩) হনুফা বেগম, স্বামী- সেখ আব্দুল্লা মন্ডল এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারগণ ১) সেখ ওসমান আলী, ২) সেখ আব্বাস আলী (২০১৯ সালের ৩০/০৮/২০১৯ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬৬১ নং আমমোক্তারনামা দলিলের ভিত্তিতে নিযুক্ত হন) এর নিকট হইতে ক্রয় সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বিক্রয় দলিলের বিদায়ে তার নাম হাল পরচায় রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য বি.এল.আর এ- চন্ডীতলা ১এর নিকটে একটি মিউটেশন কেসের দরখাস্ত করিয়াছেন যার নং এম.এন/২০২৪/ ০৬১০/১০৬৯৫, তাই এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আমাকে ডাকযোগের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্য অবহিত করিবেন, নতুবা মিউটেশনের পর কাহারো কোনো আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Mahfuzus Salam Mollah
Advocate
গ্রাঃ ও পোঃ- বড়তাজপুর
থানা- চন্ডিতলা, হুগলী-৭১২৩০৬

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN: L52110WB1985PLC240038
রেজিস্টার্ড অফিস: ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ইমেল: ankurmarketing85@gmail.com
ওয়েসাইট: https://www.ankurmarketing.com/ টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড-এএস) মেনে প্রস্তুত করা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত) (দ্রষ্টব্য-৬ দেখুন)	৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
		পরিমাণ (₹)	পরিমাণ (₹)	পরিমাণ (₹)	পরিমাণ (₹)
১	মোট আয়	১২২.৩২	১২২.৫৭	১১৮.২৪	৪৮২.২৪
২	ব্যতিক্রমী দফা এবং বিশেষ দফা এবং কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	৫৯.৯৩	৭০.৭০	৬১.৮৯	২৬১.১৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৫৯.৯৩	৫৮.৩৯	৬১.৮৯	২৪৮.৮৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য চলতি কাজকর্ম থেকে	৫১.০৩	৪৬.৫৯	৫২.১১	২০৬.৪৬
৫	লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য	৫১.০৩	৪৬.৫৯	৫২.১১	২০৬.৪৬
৬	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	৫১.০৩	৪৬.৫৯	৫২.১১	২০৬.৪৬
৭	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতি শেয়ার)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৯৬৭.৬৭
৯	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ত্রৈমাসিকের জন্য ইপিএস বার্ষিকীকৃত নয়)				
	(ক) মৌলিক	১.৭০	১.৫৫	১.৭৪	৬.৮৮
	(খ) মিশ্রিত	১.৭০	১.৫৫	১.৭৪	৬.৮৮

আর্থিক ফলাফলের নোট :

১ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি পর্যালোচনা করে এবং তারপরে পরিচালনা পর্ষদ তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়। সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজন হিসাবে কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ২১০, রুবি পার্ক কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮ -এ অবস্থিত।
৩ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ একক সেগমেন্ট ব্যবসার মধ্যে পড়ে, সেজন্য কোনও পৃথক সেগমেন্ট তথ্য দেওয়া নেই।
৪ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্যাংকে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ৩,৬৫৫ লক্ষ টাকা (৩০.০৬.২০২৪ তারিখে বকেয়া ২,৯২৮.৭৮ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ একাডেমি, ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩০.০৬.২০২৪ তারিখে বকেয়া ৬৬৩.৫৬ লক্ষ টাকা)।
৫ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.ankurmarketing.com এ পাওয়া যাবে।
৬ পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়কাল/বছরের সাথে তুলনা করার জন্য পুনশ্রেণীভুক্ত /পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত পূর্ববর্তী ৩ মাসের পরিসংখ্যানগুলি ৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত পুরো আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সেই আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
[DIN: 01021359]

তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর
২০২৪ সালের ২১ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা।
দরখাস্তকারী :- অপর্ণা ঘোষ
(বনাম)
প্রতিপক্ষ :- প্রনব দাস

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী অপর্ণা ঘোষ, স্বামী ৺সঞ্জীব ঘোষ, সাকিম মাধবপুর, বিঘাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন নম্বর-৭১২১২৪ তাহার স্বামী সঞ্জীব ঘোষ পরলোক গমনের পর তাহার নিম্নলিখিত ত্যক্ত সম্পত্তি দুই নাবালক কন্যা কুমারী সুপর্ণা ঘোষ এবং কুমারী অস্মি ঘোষ - এর স্বাভাবিক অভিভাবক হিসেবে বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রদানের জন্য হুগলী জেলা জজ আদালতে ২০২৪ সালে ২১ নং মিস্ কেস মোকর্দ্দমা দাখিল করেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু দ্বারা উপরোক্ত মামলায় উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, নচেৎ একতরফা আদেশ প্রদান হইবে।

// তপশীল //

জেলা-হুগলীর থানা- ভদ্রেশ্বরের অধীন, জে.এল. নং-৪, বাজরা মৌজায় এল.আর. দাগ নং- ১০০৮, এল.আর খতিয়ান নং- ৯৮১, শালি জমি, আনুমানিক – ০.১৫ একর সম্পত্তির মধ্যে অবিভক্ত- ২/৪ অংশ আনুমানিক ০.০৩৭৫ একর সম্পত্তি

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু –
মৌমিতা চ্যাটার্জ্জী

আদেশানুসারে
শ্রীচরণ সিং (সেরেস্তাদার),
জেলা- হুগলীর জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া সদর

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED

CIN : L18100WB1991PLC099782
Registered & Corporate Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
Phone : +91 33 22890148/6708
Website : www.saharahousingfina.com; **E-mail :** info.saharahousingfina@gmail.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024

(₹ in lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income	228.42	270.34	272.54	1,062.65
2.	Net Profit for the period/year before Tax and Exceptional items	24.25	56.52	48.43	184.95
3.	Net Profit for the period/year before Tax but after Exceptional items	24.25	56.52	48.43	184.95
4.	Net Profit for the period/year after Tax and Exceptional items	23.40	44.54	37.51	140.45
5.	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Net Profit and Other Comprehensive income for the period / year]	24.29	46.12	38.18	144.03
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value ? 10/- per share)	700.00	700.00	700.00	700.00
7.	Earning per Share (EPS) (in ?) (Not annualised)				
	a) Basic (?)	0.33	0.64	0.54	2.01
	b) Diluted (?)	0.33	0.64	0.54	2.01

Note :

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th August, 2024 and subjected to limited review by the statutory auditors of the company.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30th June, 2024 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter ended 30th June , 2024 are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.saharahousingfina.com.
3. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
4. Previous year / period figures have been restated / regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarte ended June 30, 2024.

For Sahara Housingfina Corporation Limited
A.K. Srivastava
Chairman
DIN - 02323304

Place : Kolkata
Date : August 14, 2024

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157
ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩০ জুন, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন, ২০২৪	বর্ষ থেকে তারিখ ০১.০৪.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৪	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪
		স্ট্যান্ডঅ্যালোন		
		(অ-নিরীক্ষিত)	(অ-নিরীক্ষিত)	(অ-নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩৯৩.২২৮	৩৯৩.২২৮	২৮৫,৩০৫.০৮
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	-৫২৯.৪৭৮	-৫২৯.৪৭৮	১২,৭৫৩.১১
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	-৫৫৪.৫৩	-৫৫৪.৫৩	২,৬৪৯.০৫
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৬৯৩,০৯৭.৭৮	৬৯৩,০৯৭.৭৮	১,১১৪,৪১৮.২৭
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২	৫০,৬১২	৫০,৬১২
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি	১০	১০	১০
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	৩,৫২১,৩৮৫	৩,৫২১,৩৮৫	২,৮২৮,৮৪১.৭৫
৭.	নিট মূল্য	৩,৫৭১,৯৯৭	৩,৫৭১,৯৯৭	২,৮৭৯,৪৫৩.৭৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	-০.১১	-০.১১	০.৫২

দ্রষ্টব্য :
উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।
ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.jayshreenirmanlimited -তে অ্যাক্সেস করা **যেতে পারে।**

বোর্ডের আদেশানুসারে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে
অমিত এন প্যাটেল
ডিরেক্টর
DIN : 09795548

তারিখ : ১৪/০৮/২০২৪
স্থান : কলকাতা

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৫ অগস্ট ২০২৪ ৩০ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

আরজি কর কাণ্ডে কড়া বিবৃতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে বুধবার কড়া বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা। একটি ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, 'বাংলা এমন একটা রাজ্যে পরিণত হয়েছে যেখানে আইনের শাসন বলে আর কিছু নেই। বিশেষ করে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।' নাড্ডা এদিন আরও বলেন, 'এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। সরকার মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে আরজি কর ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাইছিল। আমি এই বিষয়টারও তীব্র নিন্দা করছি। আমি হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি নিশ্চিত সিবিআই তদন্তে 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি' হয়ে যাবে। আসল ঘটনা সামনে আসবে।'

এখানেই শেষ নয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিন এও বলেন, 'চিকিৎসকদের উপর আক্রমণ কোনও অবস্থাতেই মেনে নেওয়া যায় না। আরজি কর-এ ডাক্তারি পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু কাণ্ডে আমরাও বিষয়টা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমার সঙ্গে বেশ কয়েকটি চিকিৎসক সংগঠনের সদস্যরা সাক্ষাৎ করেছেন। আমি তাঁদেরকে আশ্বস্ত করেছি।' একইসঙ্গে সরকার তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রক চিকিৎসকদের উপর অত্যাচার ও আক্রমণের ঘটনা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেও মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।

বলা বাহুল্য, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আরজি কর ঘটনার বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরে চিঠি লিখেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দফতর যাতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় জে পি নাড্ডাকে সেই আবেদনও জানিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার।

নতুন কারামন্ত্রী হলেন চন্দ্রনাথ সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে নতুন কারা মন্ত্রী হলেন চন্দ্রনাথ সিনহা। এর আগে তিনি সামলাচ্ছিলেন ক্ষুদ্র-কুটির এবং বস্ত্র শিল্প দফতর। এবার যোগ হল কারা দফতর।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে গিয়ে বনদফতরের এক মহিলা আধিকারিককে হুমকি দেন অখিল গিরি। বলেন, 'ভদ্রভাবে হবে না। যে ঠাকুর যে ফুলে সন্তুষ্ট। ডাং দিয়ে পিটাব, তখন বুঝবেন।' একজন সরকারি আধিকারিককে কুকথা বলায় তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় গোটা রাজ্যজুড়ে। বিরোধী থেকে শুরু করে দলেরই একাংশ সরব হন অখিলের বিরুদ্ধে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন অখিলকে ইস্তফা দিতে। সেই নির্দেশ মেনে বিধানসভায় পৌঁছন তিনি। জানান, মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ায় তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। সেই সময় অখিলকে বলতে শোনা যায়, 'মন্ত্রিসভা থেকে চলে যাচ্ছি, তাতে কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু উত্তেজনার বশে যে কথাটা বলে ফেলেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত।' কারা দফতরের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর বেশ কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল কে হবেন নতুন কারামন্ত্রী তা নিয়েও। অবশেষে রাজ্যের কারা দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হল চন্দ্রনাথ সিনহাকে।

নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাড়িতে আইএমএ-র প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সমবেদনা জানাতে বুধবার নিহত তরুণী চিকিৎসকের পানিহাটির বাড়িতে এলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সদস্যরা। সংগঠনের জাতীয় সভাপতি আর ভি অশোকানের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি টিম মৃতার বাড়িতে আসেন। ওই টিমে ছিলেন আইএমএ-র জাতীয় সম্পাদক অনিল জে নায়েক, সংগঠনের রাজ্যের সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে দিলীপ দত্ত ও শান্তনু সেন। তাঁরা মৃতার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে আইএমএ-র জাতীয় সভাপতি আর ভি অশোকান বলেন, 'তিনি কেবলমাত্র একজন মেয়েই নয়, একজন কন্যা। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা একমাত্র সন্তান। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা নিয়ে বলার ভাষা নেই। তরুণীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে। সেটা আমাদের খুব স্পর্শ করেছে। মানুষের মানবিকতা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে।' তিনি আরও জানান, 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো। নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে এফআইআর করা উচিত ছিল। যা ঘটেছে, সেটা জনগণের সামনে বলা উচিত ছিল। আইএমএ-র কেন্দ্রীয় সভাপতির কথায়, এই খুনের তদন্তটা স্বচ্ছতার সঙ্গে হওয়া উচিত। এটা কেবলমাত্র কলকাতা কিংবা মেডিক্যাল কলেজের বিষয় নয়। কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকেই তো এর জবাবদিহি করতে হবে।' কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ নিয়ে তিনি খুশি বলে জানান আইএমএ-র সভাপতি। তিনি এও বলেন, 'যেখানে কর্তৃপক্ষ মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে সিবিআইকে তদন্ত ভার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিবিআইকেও মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।' আইএমএ-র রাজ্য সম্পাদক শান্তনু সেন বলেন, 'আমরা চাই, দ্রুত তদন্ত শেষ হোক। আর দোষীরা কঠোর শাস্তি পাক। ঘটনায় যারা যারা যুক্ত। দোষীদের পিছনে মদতদাতা যারা। তাদেরকেও চিহ্নিত করতে হবে।'

নারী আন্দোলনকে একযোগে আক্রমণ দুই তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাধীনতার মধ্যরাতে যখন মহিলাদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে পথে নামার কথা বলেছেন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, ঠিক সেই সময় আবার তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও তৃণমূলের যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য মহিলার আন্দোলন নিয়ে পোস্ট করলেন নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে। বামেরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করায় দুই তৃণমূল নেতাই বিঁধেছেন তাঁদের। একজন বললেন, 'বাম-রাম অরাজনীতির মোড়কে রাজনীতি করছে। সেলফি তুলতে যাবেন না তো?' আর একজন 'লাল হায়না' বলে কটাক্ষ করলেন।

Debangshu Bhattacharya Dev
2m

"রাতের দখল" নিয়ে শুভেচ্ছা রইল। সাধারণ মহিলাদের প্রতিবাদ অক্ষয় হোক।

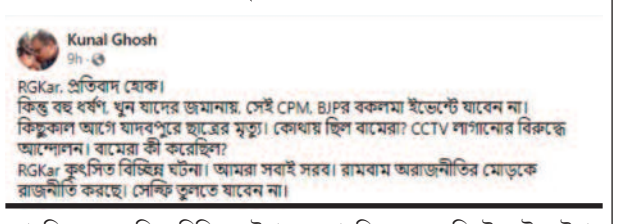

শুধু খেয়াল রাখবেন, রাত দখলের প্রতিবাদের আগুন যেন অন্যের রাজনৈতিক রুটি সেঁকার জায়গা না হয়ে ওঠে। লাল হায়নারা কিন্তু হাইজ্যাক করার অপেক্ষায় বসে আছে।

বাকি, আমার মা, দিদি, বোনেদের শুভেচ্ছা।

Kunal Ghosh
9h

RGKar. প্রতিবাদ হোক।
কিন্তু বহু ধর্ষণ, খুন যাদের জমানায়, সেই CPM, BJPর বকলমা ইভেন্টে যাবেন না।
কিছুকাল আগে যাদবপুরে ছাত্রের মৃত্যু। কোথায় ছিল বামেরা? CCTV লাগানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন। বামেরা কী করেছিল?
RGKar কুৎসিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমরা সবাই সরব। রামবাম অরাজনীতির মোড়কে রাজনীতি করছে। সেল্ফি তুলতে যাবেন না।

তৃণমূল যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য তাঁর পোস্টে লেখেন, 'মহিলাদের রাতের দখল নিয়ে শুভেচ্ছা রইল। শুধু খেয়াল রাখ বেন, রাত দখলের প্রতিবাদের আগুন যেন অন্যের রাজনৈতিক রুটি সেঁকার জায়গা না হয়ে ওঠে। লাল হয়নারা কিন্তু হাইজ্যাক করার অপেক্ষায় বসে আছে।' অন্য দিকে কুণাল ঘোষ লেখেন, 'কিন্তু বহু ধর্ষণ, খুন যাদের জমানায়, সেই সিপিএম, বিজেপি-র বকলমা ইভেন্টে যাবেন না। কিছুকাল আগে যাদবপুরে ছাত্রের মৃত্যু। কোথায় ছিল বামেরা? সিসিটিভ লাগানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন। বামেরা কী করেছিল? আরজি কর কুৎসিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমরা সবাই সরব। রামবাম অরাজনীতির মোড়কে রাজনীতি করছে। সেল্ফি তুলতে যাবেন না।' এখানেই শেষ নয়, মহিলাদের উদ্দেশ্যে কুণাল আরও বলেন, 'আরজি কর প্রতিবাদ আমরা সবাই করছি। কিন্তু বামরাম মুখোশ পরে রাতে পথনাটিকা করবে। তাতে সামিল হবেন না। ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছে।'

উল্লেখ্য, রাতে পথ দখলের আন্দোলন মূলত কোনও রাজনীতির রঙ ছাড়া। সেখানে পতাকাবিহীন রাজ্যের হাজার-হাজার মহিলা আরজি করের নিকৃষ্ট এই ঘটনার প্রতিবাদে সামিল হবেন বলে ঠিক করেছেন। খাস কলকাতার যাদবপুর, অ্যাকাডেমি ও কলেজ স্ট্রিটে প্রাথমিকভাবে আন্দোলন শুরুর কথা ঘোষণা করা হলেও ধীরে ধীরে সারা রাজ্যজুড়ে রাত্রিবেলা মহিলারা পথে নামবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। তবে এরই মধ্যে দেখা যায়, মধ্যরাতে আরজি করে সিপিআইএমের ছাত্র যুব মহিলারা বিক্ষোভের ডাক দেন। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই-এর মহিলারা একই বিষয়কে ব্যবহার করে এবার আরজি কর-এর মঞ্চে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন।

মহিলা চিকিৎসক হত্যার জট কাটাতে পারে ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষার ফল

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের নির্দেশের পর বুধবার থেকেই আরজি কর কাণ্ডের তদন্তভার হাতে নিয়েছে সিবিআই। হাসপাতালের মধ্যে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন, এই ঘটনার সঙ্গে ধৃত সঞ্জয় রায় ছাড়া আর কেউ জড়িত কি না। ঘটনার প্রায় পাঁচদিন পর তদন্ত শুরু করে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াই এখ ন সিবিআই-এর কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষজ্ঞদের মতে, আরজি কর কাণ্ডের জট এখন কাটাতে বড় ভূমিকা নিতে পারে ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষার ফল।

ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষায় নির্যাতিতার শরীরে পাওয়া দেহরসের সঙ্গে ধৃত সঞ্জয় রায়ের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখা হবে। পরীক্ষার ফল কী আসে, তার উপর ভিত্তি করেই তদন্তের মোড় ঘুরে যেতে পারে। ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষার ফলে যদি সঞ্জয় ছাড়াও অন্য কারও দেহরসের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে, সেক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া আরও জটিল হতে পারে। সেক্ষেত্রে গণধর্ষণের অভিযোগ যেমন প্রমাণিত হবে, বাকি কারা এই নির্যাতন এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাও খুঁজে বের করতে হবে সিবিআই তদন্তকারীদের। এই ঘটনার শুরু থেকেই নিহত চিকিৎসকের বাবা মা এবং আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা অভিযোগ করছেন, নির্যাতিতাকে গণধর্ষণই করা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্টে তরুণী চিকিৎসকের শরীরে যে সমস্ত মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন মিলেছে, তার ভিত্তিতেই এই অভিযোগ করা হচ্ছে। সিবিআই-এর কাছে এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ, তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে এই অভিযোগ প্রমাণ করা।

ফলে আরজি কর হাসপাতালের যে সেমিনার রুমে এই ঘটনা ঘটেছিল সেখানে যাওয়ার কথা সিবিআই-এর তদন্তকারীদের। কিন্তু ঘটনার প্রায় পাঁচদিন পরে অকুতস্থলে তথ্যপ্রমাণ আদৌ কিছু অক্ষত রয়েছে কি না, তা নিয়েই যথেষ্ট সংশয় থাকছে। তার উপর এই ঘটনায় প্রভাবশালীদের জড়িত থাকারও অভিযোগ উঠছে। দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া এই ঘটনার দ্রুত রহস্যভেদ করার চাপ রয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপরে। আর এই রহস্যের জটিল জট কাটাতে সিবিআই-এর অস্ত্র হতে পারে এই ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষার ফল। কলকাতা পুলিশ সূত্রে অবশ্য খবর, ইতিমধ্যেই তাদের পক্ষ থেকে ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

সমাজমাধ্যমের প্রযুক্তিগত চরিত্র তার সবচেয়ে বড় শক্তি, আবার বিরাট মাপের দুর্বলতাও

শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের, কিংবা উপরমহলের যে কোনও অন্যায় অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে এই যে একটা সমষ্টিগত চেহারা দিতে সমাজমাধ্যম, তার প্রধান কারণ তার প্রযুক্তিগত ক্ষমতা এক মুহূর্তেই কোনও তথ্য, খবর, ঘটনাকে লক্ষ-কোটি মানুষের সামনে হাজির করার সামর্থ্য। এতে দু'টি স্তরে কাজ হয়; প্রথম স্তরে অসন্তোষ ও প্রতিবাদ ভাষা পায় সমাজমাধ্যমেই, দ্বিতীয় স্তরে তা নেমে আসে বিরাট জনস্রোতের রূপ ধরে রাস্তায়। গোড়ার স্তরটি অদৃশ্য হলেও জনমত সংগঠনে ব্যাপক প্রভাব পেলে, আর দ্বিতীয় স্তরের দৃশ্যমানতা শাসকেরও ভিত কাঁপিয়ে দেয়। শুধু বাংলাদেশ বলেই নয়, সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের নানা দেশে যে যে গণবিক্ষোভ-প্রতিবাদ হয়েছে সেখানেই দেখা গিয়েছে সমাজমাধ্যমের জোর; আমেরিকায় 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলনে, ভারতে কৃষক আন্দোলনে, ইউরোপের নানা দেশে সরকারের শরণার্থী নীতির প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের পথে নেমে আসায়, সিএএ-এনআরসি'র প্রতিবাদে দিল্লির শাহিনবাগে। দিল্লির নির্ভয়া-কাণ্ডে সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ কী ভাবে পরবর্তী ঘটনাক্রমকে চালিত করেছিল সেই উদাহরণ চোখের সামনেই, গত সপ্তাহে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে 'অন-ডিউটি' ডাক্তার-ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের সাম্প্রতিকতম ঘটনায় এরই মধ্যে সমাজমাধ্যমে যে হতাশা, ক্রোধ ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, রাজ্য প্রশাসন তা উপেক্ষা করলে নিতান্ত ভুল করবে। সমাজমাধ্যমের প্রযুক্তিগত চরিত্র তার সবচেয়ে বড় শক্তি, আবার বিরাট মাপের দুর্বলতাও। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই ছড়িয়ে পড়ে অসত্য, ভুয়ো তথ্য, খবর, উস্কানি, দাঙ্গার প্ররোচনা; যা হিতে বিপরীত ঘটাতে পারে। বাংলাদেশের ঘটনায় এই উদাহরণও কম নয়। প্রতিবেশী দেশ অবধি যেতে হবে না, এই ভারতে একটি দলের 'আইটি সেল' ধর্মীয় রাজনীতির উস্কানিতে সমাজমাধ্যমের ব্যবহার যে পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে তার কুপ্রভাবে নাগরিকের রোজকার স্বাভাবিক সমাজজীবনও গ্রস্ত। আজকের নাগরিকদের কাঁধে তাই বড় দায়িত্ব।

শব্দবাণ-১৭

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. স্বাধীনতা ২.তীব্র, কড়া ৫.মালাবার উপকূল অঞ্চলের মুসলমান গোষ্ঠীবিশেষ ৮.নর্তকী ৯.কাঠ চেরার একরকমের দাঁতওয়ালা যন্ত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.নিজদেশজাত ৩.বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ৪.সূর্য, রবি ৬.আনমনা ৭.আমার — মহান।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬

পাশাপাশি: ১. আলোকপাত ৪.মজা ৫.বলদ ৭.নজর ৯.গদা ১১. মহাসাগর।

উপর-নীচ: ১. আসবাব ২. কলি ৩.তমদ্দুন ৬. দরদাম ৮. রংদার ১০. ধোসা।

জন্মদিন

আজকের দিন

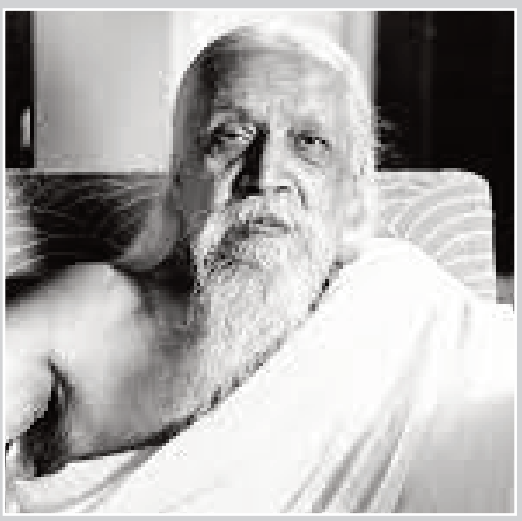

ঋষি অরবিন্দ

১৮৭২ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন*
১৯২৬ *বিশিষ্ট কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রমেশ পোখরিওয়ালের জন্মদিন।*

দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে স্বদেশে পরবাসী হয়ে দেশ হারানোর

'সেই tradition সমানে চলেছে!'

স্বপন কুমার মণ্ডল

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রিতে দেশের স্বাধীনতা লাভের কথায় আবেগমথিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, যখন বিশ্ব ঘুমিয়ে, তখন ভারত জীবনে ও স্বাধীনতায় জেগে উঠবে। এই জেগে ওঠার মূলে যে মুক্তির আনন্দ ও স্বাধীনতার স্বাদ, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু যা সেদিন অনুমান করা যায়নি, তা হল, সেই দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায় অসংখ্য মানুষ পরাধীনতাবোধে স্বদেশে পরবাসী হয়ে বিনিদ্রায় জেগেছিল। দেশের পূর্ব-পশ্চিম সীমান্তে বিচ্ছিন্ন দেশান্তরে অসংখ্য মানুষের উদ্বাস্তু জীবনে দেশ খুঁজে চলা আজও শেষ হয়নি। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার চব্বিশ বছর পরে ১৯৭১-এ আবার শরণার্থীর ঢেউ আছড়ে পড়ে। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও দেশের সকলের কাছে তা স্বাধীনতা হয়ে ওঠেনি, বরং অসংখ্য মানুষের পরাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে তোলে। আবারও স্বদেশে পরবাসী হওয়া, ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবনে শরণার্থীর দেশ খুঁজে চলা, অন্তহীন পথচলা। অথচ দেশ মানে তো শুধু সাকিন ঠিকানা নয়, মানুষের অস্তিত্বের আধার, প্রকাশের মুক্ত আকাশ, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মুক্ত জীবনানন্দ। তার ভূমিষ্ঠ হয়ে বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনের শৈশব-বাল্য-কৈশোরের আনন্দ নিকেতন, যৌবনের স্বপ্নরঙিন হাতছানি, প্রৌঢ়ের মান্যতা, বৃদ্ধের অভিভাবকত্ব, প্রবৃদ্ধের শ্রদ্ধাবোধ সবই তাতে মজুত থাকে। এজন্য দেশভাগে মানুষ ভাগ হয়, তার মনেও ভাগের রঙ এসে পড়ে, কিন্তু মানুষ কখনওই দেশত্যাগ করতে পারে না। তার মনে দেশই যে আলো হয়ে রয়ে যায়। যেখানে সে যায়, দেশও তার সঙ্গে চলে। লীলা মজুমদার তাঁর 'ডোরাকের গল্প'-এ যথার্থই বলেছেন, 'বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না।' মানুষের মনেই যে তার দেশের বাস। অথচ দেশভাগের শিকার হয়ে স্বদেশে পরবাসীর মনের স্বদেশের নামটি উচ্চারণের ভয়ই তাকে গ্রাস করে। সেই দেশের স্মৃতিকে বিস্মৃতিতে রেখেই তাকে নতুন করে দেশের পরিচয় লাভ করতে হয়। অতীতকে ভুলে বর্তমানের স্বস্তিবোধে বিস্মৃতিতে শান্তি লাভের আশায় স্বদেশ ক্রমশ বিদেশ হয়ে ওঠে, পরদেশ আপনার মনে হয়। অথচ তারপরেও জীবনের ট্রাজিক পরিণতি একান্তে ভেসে ওঠে, সংবেদী মানুষের লেখনীতে উঠে আসে, নাটক-সিনেমায় প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে আধুনিক বিশ্বে দেশের স্বাধীনতালাভের উচ্ছ্বাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে স্বদেশে পরাধীনতার শিকার হয়ে উদ্বাস্তু জীবনে দেশ খুঁজে চলার মর্মান্তিক পরিণতি আরও বেশি ভাবিয়ে তোলে। করোনাকালে আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষের ছুটে চলা বা অন্যদেশে বন্দি হওয়ার খবরও বন্ধ হয়নি। শরণার্থীদের আশ্রয়ে এত বড় পৃথিবীও ছোট মনে হয়।

আসলে মানুষের মানবিক মুখেও উগ্র দেশপ্রেমের নির্মম প্রত্যাখ্যান আমাদের সচকিতও করে না। সেদিক থেকে কারো স্বাধীনতাই কারোর পরাধীনতার কারণ, ছিন্নমূল মানুষের দেশ খুঁজে চলার শরিক করে তোলার জন্য দায়ী। সেখানে আধুনিক বিশ্বে দেশের স্বাধীনতার চেয়ে মানুষের স্বাধীনতাই সবচেয়ে ভাবিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা যেখানে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়, সেখানে মানুষের মানবিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে ওঠে। একুশ শতকেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ। ২০২১-এর ১৫ আগস্ট ভারত যখন তার স্বাধীনতার গৌরবময় ৭৫বছর পালনে সামিল হয়েছিল, সেদিনই তার প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে তালিবানের অধীনে চলে আসে। শুরু হয় স্বাধীনতার পাশাপাশি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার মরীয়া প্রয়াস, দেশান্তরি হয়ে বাঁচার আপ্রাণ আহ্বান। তালিবানের উগ্র ধর্মান্ধতায় আফগানিস্তানের ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে ইতিমধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। তাতে স্বাভাবিক ভাবে তালিবানের পক্ষে কী করে আশি হাজার সৈন্য নিয়ে সরকারি তিন লক্ষ সৈন্যকে প্রায় বিনা যুদ্ধে কাবুল দখল করা সম্ভব হল, তা নিয়ে চর্চা হচ্ছে। সেখানে আফগানিস্তানের অধিবাসীদের সমর্থন ব্যতীত তা যে সম্ভব হয়নি, তাও অনুমেয়। উঠে এসেছে আফগানিস্তানের সরকারের দুর্নীতি বা সৈন্যদের ঠিক মতো বেতন না পাওয়ার কথা, রাষ্ট্রপতির স্বদেশের প্রতি টানের অভাব। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্রে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেদেশ থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়া। যেন সে-দেশেরই সব দায় সে দেশকে তালিবানমুক্ত রাখা। অন্যদিকে পাকিস্তানের সমর্থন, চীনের হাতছানি ও ভারতের অসহায়তাবোধ নিয়ে চর্চার বহুমাত্রিক প্রকাশে গণমাধ্যমও সরব হয়ে ওঠে। সেখানে ভারতীয়দের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা বা ভারতে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়াও রয়েছে। তালিবান বিরোধী অবস্থানে মুসলিমদের নীরবতাবোধে অমুসলিমদের মেরুকরণও উঠে এসেছে। যে সাম্প্রদায়িকতায় ভারত ভাগ হয়েছিল, তার পরিচয়ও এখানে মেলে। উঠে আসে রাষ্ট্রসংঘের নীরবতা নিয়েও নানা কথা। ইউসুফ মালালাও প্রাসঙ্গিকতায় ফিরে আসেন। বিশেষ করে তালিবানি শাসনে নারীদের উপরে ভয়ঙ্কর বর্বরোচিত অত্যাচারের কথা ছড়িয়ে পড়ে। এখন তো শিল্পীদের উপরে নির্মম অত্যাচার নেমে এসেছে। সেক্ষেত্রে যেভাবে তালিবানদের ক্ষমতায়ন নিয়ে চর্চার পরিসর জমে ওঠে, সেভাবে স্বদেশে পরবাসীদের নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতিও নিজের দেশের নাগরিককেই আঘাত করলে সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রত্যাঘাতের হুমকি দিয়েছেন। অথচ কোনো রাষ্ট্রই সে দেশের স্বদেশে পরবাসীদের জীবনরক্ষায় এগিয়ে আসা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

অন্যদিকে পরের বছর ২০২২-এর জুলাই-এ শ্রীলঙ্কায় তীব্র জনরোষে সে দেশের সরকার পড়ে যায়, ১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগে বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করেন। সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণ বিদ্রোহ করে, প্রকাশ্য রাস্তায় সরকারি জনপ্রতিনিধিদের নিগ্রহ করে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, সরকারি সম্পত্তি লুট করে। দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি জনরোষের আগুন কতটা ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করতে পারে, তার বাস্তব নিদর্শনে শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্তটি জনপ্রিয় উদাহরণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সামনে রেখে সে দেশের সরকার উৎখাতের আয়োজনের মধ্যেও তার কথা সমাজমাধ্যমের নানাভাবে উঠে আসে। ৫ আগস্ট (২০২৪) জনরোষের চাপে পড়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করে দেশছাড়ার পর স্বাধীনতার নামে জনগণের সরকারি সম্পত্তির লুটতরাজ, বিধ্বংসী তাণ্ডব, আন্দোলনের বিরোধীদের শত্রু ভেবে ধনসম্পত্তি লুট-অগ্নিসংযোগ, সংখ্যাগুরুর সংখ্যালঘুর প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন নৃশংসতা চরম আকার ধারণ করে। সেখানে স্বাধীনতার বিকৃত উল্লাসের আড়ালে দেশের মানুষের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়।

যেখানে আধুনিক বিশ্বে শক্তিশালী দেশের অভাব নেই, অথচ সেখানেই ধর্মান্ধ অমানবিক গোষ্ঠীর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তির বড় অভাব। আসলে ক্ষমতাই যেখানে শেষ কথা, সেখানে অক্ষমদের কথা কে ভাবে! স্বাধীনতা তো পালনের নয়, লালনের; উদযাপনে নয়, যাপনের; মান্যতায় নয়, মননের। চেতনাহীনের কাছে গোলামী করে সুখে থাকাও স্বাধীনতা মনে হয়। সেই যাপনের স্বাধীনতাকে আপন করার জন্যই তো মানুষ দেশকে বুকে নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে অচেনা পথেই চলতে শুরু করে। সে পথ যত দূরেরই হোক, যত দুর্গমই হয়ে উঠুক, তবু তা হাতছানি দেয় শরণার্থীকে। সেখানে যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার স্বাধীনতা থাকে। সেই স্বদেশে পরবাসী স্বাধীনতাকামীদের কথা যে আধুনিক বিশ্ব এখনও ভেবে উঠতে পারেনি, তা তালিবানদের উত্থানে আরও প্রকট হয়ে ওঠে,রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণে সেই ধারা অব্যাহত। সেখানে যুদ্ধ একসময় নীরব হয়ে যায়,কিন্তু তার রেশ থেকে যায় স্বদেশে পরবাসীদের মনে আজীবন । বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি। সেখানে যেমন স্বাধীনতার উন্মাদনায় যুদ্ধকে গৌরবান্বিত করা হয়, তেমনই অসংখ্য মানুষকে স্বদেশেই পরাধীন হয়ে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদে যুদ্ধের গৌরব যত সৌরভ ছড়ায়, ততই দেশের ছিন্নমূল শরণার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়। সারা বিশ্বজুড়ে দেশহারা শরণার্থীদের প্রকট উপস্থিতিই বলে দেয় যুদ্ধ মানুষকে কত ভয়ংকর জীবনযুদ্ধে সামিল করতে পারে। সেখানে স্বদেশে পরবাসীদের ট্রাজিক পরিণতি আরও দুর্বিষহ,আরও মর্মান্তিক। যেখানে ভারত, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের অনেক মানুষের মনে স্বাধীনতার দিবসেই পরাধীনতার আত্মগ্লানি জেগে ওঠে, সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি নতুন করে স্বাধীনতার লাভের আলোয় অসংখ্য মানুষের দেশান্তরে শরণার্থী হওয়ার শোচনীয় পরিণতিতে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে। সেদিন থেকেই তাদের স্বদেশে পরবাসী হওয়ার দিন,ছিন্নমূল হয়ে স্বদেশ খুঁজে চলার অবিরাম পথচলার সূচনা, স্বদেশকে বুকে আগলে অস্তিত্ব সংকটের দুঃস্বপ্ন তাড়িত আতঙ্কিত জীবনের কালরাত্রি! সেক্ষেত্রে কারও স্বাধীনতাই কারও পরাধীনতা, কারও নিরন্তর দেশ খুঁজে চলা, ভাবা যায়! সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পুনরায় স্বাধীনতার লাভের ফলে ছিন্নমূল মানুষের দেশত্যাগের আবহে এস ওয়াজেদ আলীর 'ভারতবর্ষ'-এর সেই প্রবাদপ্রতিম উক্তিই যেন আপন মনেই কথা বলে ওঠে 'সেই tradition সমানে চলেছে।'

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির মঞ্চে গাইলেন জীবনের গান

এস ডি সুব্রত

ক্ষুদিরাম বসু সম্পর্কে হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন, ক্ষ্মক্ষুদিরামের সহজ প্রবৃত্তি ছিল মৃত্যুর আশঙ্কা তুচ্ছ করে দুঃসাধ্য কাজ করা। তাঁর স্বভাবে নেশার মতো অত্যন্ত প্রবল ছিল সাহস। ক্ষ্ম ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা জীবনের জয়গান তাঁদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে আলোচিত ক্ষুদিরাম বসু। যাঁর ফাঁসি গোটা ভারতকে আলোড়িত করেছিল। ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর মেদিনীপুরের কেশপুর থানার অন্তর্গত মৌবনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ত্রৈলোক্যনাথ বসু, মা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। ক্ষুদিরামের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তিনি তাঁর মাকে হারান। এক বছর পর তাঁর বাবারও মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর বড়দিদি অপরূপার কাছে মানুষ হন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং মা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু হয়। এই সময় থেকে তাঁকে প্রতিপালন করেন তার বড় বোন অপরূপা'। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর তমলুকের 'হ্যামিল্টন' স্কুলে লেখপড়া করেন। তিন কন্যার পর যখন তাঁর জন্ম হয়, তখন পরিবার-পরিজনের কথা শুনে, তিনি এই পুত্রকে তার বড় বোনের কাছে তিন মুঠি খুদের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। খুদের বিনিময়ে ক্রয়কৃত শিশুটির নাম পরবর্তীতে ক্ষুদিরাম রাখা হয়।

১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবীদের একটি নবগঠিত দলে যুগান্তরে যোগদান করেন। ১৯০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দে যখন বিপ্লবী নেতা শ্রীঅরবিন্দ এবং সিস্টার নিবেদিতা মেদিনীপুর ভ্রমণ করে জনসম্মুখে বক্তব্য রাখেন। তখন তাঁদের এই বক্তব্য শুনে ক্ষুদিরাম বিপ্লবে যোগ দিতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাইয়ের ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্যলাভ করেন। উল্লেখ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন তাঁর শিক্ষক। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুরের কলেজিয়েট ভর্তি হন এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তিনি শিক্ষা লাভ করেন।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা ক্ষুদিরাম প্রভাবিত হন এবং পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে সত্যেন বসুর গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন। এই সমিতিতে তিনি আরও কয়েকজনের সাথে শরীরচর্চা ও রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। এই সময় সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য নিজেকে তৈরি করার জন্য, পিস্তল চালনা শেখেন। স্বদেশী আন্দোলনের অংশ হিসেবে, তিনি ইংল্যাণ্ডে উৎপাদিত কাপড় পোড়ানো ও ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানিকৃত লবণ বোঝাই নৌকা ডোবানোর কাজে ক্ষুদিরাম অংশগ্রহণ করেন। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্পমেলায় বিপ্লবী পত্রিকা 'সোনার বাংলা' বিলি করার সময়, ক্ষুদিরাম প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, কিন্তু পালিয়ে যেতেও সক্ষম হন। পরবর্তী মাসে একই কাজ করার জন্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন। কিন্তু অল্প বয়সের জন্য তিনি মুক্তি পান। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বিপ্লবীদের গোপন সংস্থায় অর্থের প্রয়োজনে, হাটগাছায় বিপ্লবীরা ডাকের থলি লুট করেন। ধারণা করা হয় ক্ষুদিরাম এই দলের সাথে ছিলেন। এই বছরের ৬ই ডিসেম্বর নারায়ণগড় রেল স্টেশনের কাছে বঙ্গের ছোটলাটের বিশেষ রেলগাড়িতে বোমা আক্রমণের ঘটনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন বলেও ধারণা করা হয়। ক্ষুদিরামের স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার জন্য, তাঁর জামাইবাবু সরকারি চাকুরিতে

অসুবিধা সৃষ্টি হয়। তাই তিনি ক্ষুদিরামকে অন্য আশ্রয়ে যেতে বলেন। এই সময় তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মেদেনীপুরের উকিল সৈয়দ আব্দুল ওয়াজেদের বোন।এই সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের কঠোর সাজা ও দমননীতির কারণে, কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাঙালিদের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। বিশেষ করে, আলিপুর আদালত প্রাঙ্গনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করার জন্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড, সুশীল সেন নামক ১৬ বছরের এক কিশোরকে প্রকাশ্য স্থানে বেত মারার আদেশ দেন।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের পর পরে কলকাতাস্থ মানিকতলায় মুরারীপুকুরে বারীনকুমার ঘোষের বাগান বাড়িতে একটি সশস্ত্র বিপ্লবী দলটি গঠিত হয়েছিল। এই দলটি পরবর্তী সময়ে 'যুগান্তর বিপ্লবী দল' নামে পরিচিতি লাভ করে। যুগান্তর বিপ্লবী দলের পক্ষ থেকে 'কিংসফোর্ড'কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। নিরাপত্তার কারণে কিংসফোর্ডকে বিহারের মজফফরপুরে বদলি করা হয়। ফলে কিংসফোর্ড'কে হত্যা করার দায়িত্ব পড়ে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের উপর। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল রাত ৮টার সময় ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী রাতের অন্ধকারে, স্থানীয় ইউরোপীয় ক্লাবের গেটের কাছে একটি গাছের আড়াল থেকে কিংসফোর্ডের গাড়ি ভেবে, একটি ঘোড়ার গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করে। এর ফলে এই গাড়িতে বসা নিরপরাধ মিসেস কেনেডি ও তার কন্যা মৃত্যুবরণ করেন। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে, পুলিশ সমগ্র অঞ্চল জুড়ে তল্লাসি চালাতে থাকে। ক্ষুদিরাম বসু হত্যাকাণ্ডের স্থল থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরে ওয়েইনি ১লা মে স্টেশনে ধরা পড়েন। এই সময় অপর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীকেও ধরার চেষ্টা করা হলে, তিনি নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মঘাতী হন। তিনি বোমা নিক্ষেপের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নেন। কিন্তু অপর কোনো সহযোগীর পরিচয় দিতে বা কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হন নি। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০২ ধারা অনুসারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ফাঁসির আদেশ শুনে ক্ষুদিরাম বসু হাসিমুখে বলেন যে, মৃত্যুতে তাঁর কিছুমাত্র ভয় নাই। ফাঁসী কার্যকর করার আগে তাঁর শেষ ইচ্ছা কি জানতে চাওয়া হলে- তিনি বলেন যে, তিনি বোমা বানাতে পারেন। অনুমতি দিলে তিনি তা সকলকে শিখিয়ে দিতে পারেন। বলাই বাহুল্য এই ইচ্ছা ব্রিটিশ কর্মকর্তারা গ্রহণ করেন নি। এরপর এর পরিবর্তে দ্বিতীয় ইচ্ছা পূরণের কথা বলা হলে- তিনি তাঁর বোন অরূপাদেবীর সাথে দেখা করতে চান। কিন্তু তাঁর জামাইবাবুর বাধায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তবে মেদেনীপুরের উকিল সৈয়দ আব্দুল ওয়াজেদের বোন (নাম জানা যায় নি), তাঁকে বোনের স্নেহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি বিপদ মাথায় নিয়ে ক্ষুদিরামের সাথে দেখা করেছিলেন। মজফফরপুর জেলেই ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বৎসর ৭ মাস ১১দিন। ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ? ক্ষুদিরাম হাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল , বুঝিয়াছি'। মজঃফরপুর, ১১ই আগষ্ট- ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমন কি তাহার মাথার উপর যখন টুপি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনও সে হাসিতেছিল।কথিত আছে, হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান অগ্নিযুগের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরাম বসু। তাঁর নির্ভীক দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ বাংলার যুবসমাজকে বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর স্মরণে বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস রচনা করেন 'একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি।' অবশ্য কারো কারো মতে এ গানের রচয়িতা চারনকবি মুকুন্দ দাস । ভারতের স্বাধীনতার পরে এই গানটি রেকর্ড করেছিলেন লতা মুঙ্গেশকর। ফাঁসি হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ১০ অগাস্ট মেদিনীপুরের নির্ভীক সন্তান ক্ষুদিরাম বসু আইনজীবী সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, 'রাজপুত নারীরা যেমন নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়া জওহর ব্রত পালন করিত, আমিও তেমন নির্ভয়ে দেশের জন্য প্রাণ দিব। আগামীকাল আমি ফাঁসির আগে চতুর্ভুজার প্রসাদ খাইয়া বধ্যভূমিতে যাইতে চাই।' এরপর ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত হলে তাঁর গলায় ফাঁসির দড়ি পরানো মাত্রই জল্লাদকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ক্ষ্মফাঁসির দড়িতে মোম দেওয়া হয় কেন?ক্ষ্ম - এটাই তাঁর শেষ কথা, যা শুনে চমকে গিয়েছিল জল্লাদও। এমনকি ফাঁসির ঠিক আগে শেষ ইচ্ছা হিসেবে তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি পেলে তিনি তাঁর বোমা বানানোর শিক্ষা ভারতবর্ষের অন্যান্য যুবকদেরও শিখিয়ে যেতে চান ।

ত্রাণসামগ্রী সহ প্লাবিত এলাকা নৌকোয় পরিদর্শন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার রতুয়া এবং মানিকচক এলাকার গঙ্গায় প্লাবিত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার সকাল থেকেই মানিকচক ব্লকের ভূতনি, গোপালপুর, রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা, বিলাইমারি সহ বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকায় বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পৌঁছন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল সহ দলীয় কর্মীরা। যে কোনও পরিস্থিতিতে বানভাসি এলাকার মানুষদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে সমস্যায় মোকাবিলা করার কথাও জানিয়েছে জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল।

এদিন সংগঠনের মানিকচক ও রতুয়া ১ ব্লকে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার প্লাবিত এলাকাগুলির নৌকো করে পরিদর্শন করেন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। বানভাসি মানুষদের জন্য শুকনো খাবার, পলিথিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি বন্যা দুর্গত মানুষদের নানান সমস্যার কথা শোনেন জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব।

মানিকচক ব্লকের গোপালপুর এলাকার বানভাসি মানুষদের বক্তব্য, গঙ্গার ভাঙনের পর বিপুল পরিমাণ নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি গ্রাম ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশপাশের সরকারি স্কুলগুলিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ত্রাণসামগ্রী। কিন্তু গবাদি পশুদের খাদ্যের অভাব তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুতের অভাবের জেরে সাপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। এব্যাপারেও এদিন যুব তৃণমূল নেতৃত্বকেও জানানো হয়েছে। অন্যদিকে রতুয়া ১ ব্লকের মহানন্দাটোলা এলাকার বানভাসি মানুষদের বক্তব্য, পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব রয়েছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যাতে বানভাসি মানুষদের জন্য বিনামূল্যে ক্যাম্প করা হয়, সেব্যাপারে জানানো হয়েছে।

জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, 'গবাদি পশুর খাদ্য সংকটের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ে মানিকচকের গোপালপুর এলাকার বন্যা দুর্গতদের গবাদি পশু খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে। এদিন বানভাসি মানুষদের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোথাও যাতে সমস্যা হবে না, তা নিয়েও সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষদের জানানো হয়েছে। পরিশ্রুত পানীয় জল পাওয়ার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আশা করছি এইসব সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে। তবে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকেও বন্যা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম উদ্যোগ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।'

SBI এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী (৬৪২২০) [illegible] ই-মেল : sbi.64220@sbi.co.in

দলিলের অবৈধ পরিবর্তন

সংশ্লিষ্টের অবগতির জন্য দলিলের অবৈধ পরিবর্তন

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, দলিল নং ১৬০৭-১৯৮৯ সালের তাং ১৭.০৫.১৯৮৯ রেজিস্ট্রিকৃত-এডিআর বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ৭২৪৩-৭২৪৪, স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী সমীর বিশ্বাস, হোল্ডিং নং ১৫৫, মানিকতলা রোড, আসরাফাবাদ এ জি কলোনি, পো : মানিকতলা, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৬৩, মৌজা : হাবরিয়া, জেএল নং ৮৫, ই/পি নং ১৫৩, সিএস প্লট নং ১০৯, ২৪৮, ২৮৬(অংশ), হাল প্লট নং ১/১৭৩৮, খতিয়ান নং ৯৫৭, ওয়ার্ড নং ১০, হাবড়া পুরসভার অধীন- অবৈধভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। [illegible] স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী (৬৪২২০) [illegible]

সম্পত্তির তফসিল : সংশ্লিষ্ট সকল অংশে জমির পরিমাণ এরিয়া ০২ কাঠা ০৮ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন এবং অবস্থিত মৌজা : হাবরিয়া, জেএল নং -৮৫, ই/পি নং ১৫৩, সিএস প্লট নং ১০৯, ২৪৮, ২৮৬(অংশ), এলআর দাগ নং ১/১৭৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৭, হাবড়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০ অধীন,হোল্ডিং নং ১৭২/১৫৫, মানিকতলা রোড, থানা : হাবড়া, এডিআর বারাসত, এআরএ কলকাতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : দলিল অনুযায়ী : **উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : এলওপি -৯৫২; পূর্বে: সড়ক; পশ্চিমে : এল ও পি -৯৫৩এ।**

তারিখ : ১৫.০৮.২০২৪
স্থান : কল্যাণী

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
হোম লোন সেন্টার কল্যাণী

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
মাউন্টভিউ কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	মাউন্টভিউ কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৪.০৭.২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U74140WB2010PTC151287
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রুম নং ৮০৩বি, কেবিন নং বি, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর - ৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৯১
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	অর্ডার ঘোষিত ১৩ আগস্ট ২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নীরজ কেজরিওয়াল রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/ 10710
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম ৬-এম, ৪র্থ তল, ফুলবাগান কলকাতা - ৭০০০৫৪ পশ্চিমবঙ্গ nkejriwal.ip@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম ৬-এম, ৪র্থ তল, ফুলবাগান কলকাতা - ৭০০০৫৪ পশ্চিমবঙ্গ mountview.cirp@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৭ আগস্ট ২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) Web link:https://www.ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে মাউন্টভিউ কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৩.০৮.২০২৪ তারিখে।
মাউন্টভিউ কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২৭.০৮.২০২৪ তারিখেঅর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীরজ কেজরিওয়াল
তারিখ : ১৫.০৮.২০২৪ মাউন্টভিউ কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
স্থান : কলকাতা রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, মেজানাইন ফ্লোর,
নর্থ-ওয়েস্ট কর্নার, কলকাতা-৭০০ ০০১, দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫
ই-মেল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১. এতদ্বারা সদস্যদের নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির ৪০ তম (চল্লিশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') মাধ্যমে বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০টায় (আইএসটি) কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সাথে সম্মতিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষ সার্কুলার নং ৯/২০২৩, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (একত্রে 'সার্কুলার' হিসাবে উল্লিখিত), এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, এজিএম ডাকার নোটিশে নির্ধারিত বিষয়গুলি লেনদেন করতে। সদস্যরা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অংশগ্রহণ ২০১৩ সালের ১০৩ ধারা অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

২. সংশ্লিষ্ট সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ এর জন্য এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.manaksia.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com-এ এবং যথাক্রমে www.nseindia.com। এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের কোনো ফিজিক্যাল কপি কোনো সদস্যকে পাঠানো হবে না।

৩. এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। তদনুসারে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির এজিএম-এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

৪. **ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি**

ক) শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি. (আরটিএ) mdpldc@yahoo.com বা কোম্পানি investor.relations@manaksia.com/ abchakrabartty@manaksia.com লিখে অনুরোধ জানাতে পারেন।

খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখছে।

৫. **ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি**

কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজুলেশনের উপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

৬. **বই বন্ধ**

কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই কোম্পানির ৪০তম এজিএমের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৭. ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণ করা সকল সদস্যকে এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা সমস্ত বিষয় এবং বিশেষ করে, এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সতর্কতার সঙ্গে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে mdpldc@yahoo.com বা কোম্পানির সাথে investor. relations@manaksia.com এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ - ২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে কল করুন বা evoting@nsdl.com-এর সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে-র সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা **অনাথ বান্ধব চক্রবর্তী**
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

আরজি কর কাণ্ড

আসানসোল জেলা হাসপাতালে জুনিয়রদের কর্মবিরতি, বারান্দায় পরিষেবা সিনিয়রদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আরজি কর কাণ্ড। বুধবার চিকিৎসকদের কর্মবিরতি আসানসোল জেলা হাসপাতালে। একদিকে চলছে প্রতিবাদ, অন্যদিকে চিকিৎসা পরিষেবা। চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রেখেই প্রতিবাদ আন্দোলনে নামলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সিনিয়র চিকিৎসকরা সামলালেন ওপিডি অর্থাৎ আউটডোর চিকিৎসা পরিষেবা। কিন্তু অন্য দিনের মতো বহির্বিভাগে রোগী না দেখে জুনিয়রদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ইমারজেন্সি কক্ষের বাইরে বারান্দায় রোগী দেখলেন সিনিয়ররা।

আসানসোল জেলা হাসপাতালে প্রায় ১০ থেকে ১২টি বিভাগ রয়েছে। আউটডোরে প্রায় ১২০০ রোগী আউটডোর পরিষেবার জন্য প্রতিদিন আসেন দূর দূরান্ত থেকে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এমনকি ঝাড়খণ্ড সীমানা এলাকার রোগীরা আসেন জেলা হাসপাতালে। তাই তাঁদের কথা মাথায় রেখে স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবা রাখা হল এদিন। রোগীদের মধ্যে অনেকেই শুনেছিলেন কর্মবিরতি তবু তাঁরা ভরসা করে এসেছেন এবং তাঁদেরকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়নি বলে দাবি। তবে এদিন রোগীর সংখ্যা অন্য দিনের থেকে কিছুটা হলেও, কম ছিল বলে জানা গিয়েছে। রোগীর পরিবারও এই আন্দোলনকে এদিন সমর্থন জানিয়েছেন।

জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিল চন্দ্র দাস জানান, জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মবিরতি করলেও স্থায়ী চিকিৎসকরা রোগীদের স্বার্থে পরিষেবা দিয়েছেন।

আজও বর্ধমানের সেন পরিবারে কুলদেবতা নেতাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আজ ১৫ অগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বহু স্মরণীয় কিংবদন্তি নেতারা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন আন্দোলনের অতি উজ্জ্বল ও মহান চরিত্র।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার বেশ কিছু জায়গায়। তারই মধ্যে অন্যতম একটি হল

বর্ধমানের ৩৩নং ওয়ার্ডের পিলখানা গলির সেন পরিবার। সেই থেকে আজও সেন পরিবারের কাছে নেতাজি কুলদেবতা বলা যেতেই পারে।

নেতাজি এই বাড়িতে এসেছেন প্রায় দু' থেকে তিনবার এবং রাত্রিবাসও করেছিলেন সেখানে। নেতাজির সেই আগমন আজও সেন পরিবারের কেউ ভোলেননি। উঁচু উঁচু ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেতাজির ওপরের ঘরে যাওয়া, আরাম কেদারায় বসে বিশ্রাম নেওয়া, থাকা-খাওয়া আরও বহু স্মৃতি এখনও বয়ে চলেছে এ বাড়ির পুরনো ঘর দেওয়াল চৌহদ্দি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান ও নানান বইপত্র থেকে জানা গিয়েছে, সুভাষচন্দ্র বসু বর্ধমানে এসেছিলেন ১৯৪০ সাল নাগাদ। সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর শেষ বর্ধমানে আসা। সে বার তিনি এসেছিলেন তাঁর বেশ কিছু কাজ নিয়ে এবং তখনই এসে উঠেছিলেন ভামিনীরঞ্জন সেনের বাড়িতে।

এখন এই সেন পরিবারের বর্তমান সদস্য সুশান্তরঞ্জন সেন ও এই পরিবারের গৃহবধূ মিতালী সেন জানান, সম্ভবত ১৯৩৮-১৯৪২ সালের মধ্যে একসময় এসেছিলেন এই বাড়িতে। তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শোনা কথা সেই সময় বর্ধমানের মহারাজা বিজয় সেনের খুব সুন্দর সাজানোর দু' ঘোরায় টানা, সেই ঐতিহাসিক গাড়িতে চেপে নেতাজি এই বাড়ির সামনে এসেছিলেন। একবার পুরসভার কাজে এসেছিলেন এবং তারপরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যপদ জোগাড় করার জন্য এখানে ছিলেন এবং সেই সময় এই পরিবারের বড় গৃহকর্ত্রী তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিছু সোনা গয়নার সামগ্রী। বর্ধমানের মহারানিও তাঁর হাতে তাঁর নিজস্ব কিছু সোনার গয়না তুলে দিয়েছিলেন। এই পরিবারের গৃহকর্ত্রী ভামিনীরঞ্জন সেনের স্ত্রী সরোজিনী দেবী সুভাষচন্দ্রের কাছে ছিলেন মাতৃসম। নেতাজির ব্যবহার করা জিনিস আজও সেই একই ভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছেন পরিবারের সদস্যরা।

কন্যাশ্রী দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: ১১তম কন্যাশ্রী দিবস পালন হল বারাসত রবীন্দ্রভবনে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার উদ্যোগে বুধবার দুপুরে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বারাসত পুলিশ জেলার এএসপি স্পর্শ নিলাঙ্গী, কর্মাধ্যক্ষ জাহানারা বেগম, একেএম ফারহাদ সহ জেলার একাধিক আধিকারিক। উপস্থিত ছিলেন অবিভাবক সহ বহু কন্যাশ্রী মেয়েরে। জেলাশাসক জানান, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এই এগারো বছরে কন্যাশ্রী ১ এ ২৪, ২৩,০৫২ জন এবং কন্যাশ্রী ২ এ ৪,১৪,৫২৯ জন মেয়ে প্রকল্পের আওতায় এসেছে এবং কন্যাশ্রীর কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলা পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে ২০২৩-২০২৪ সালে জেলায় ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা ৮৩ হাজারের বেশি। সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'ছাত্রীদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্ববন্দিত প্রকল্প কন্যাশ্রী দিবসে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের নারী সুরক্ষা সুরক্ষিত করতে হবে। আমাদের এই অঙ্গীকার করতে হবে।'

এনপিআর ফাইনান্স লিমিটেড
৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেঞ্চার ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর - ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
CIN : L65921WB1989PLC047091, ই-মেইল- npr1@nprfinance.com
ফোন নম্বর - ০৩৩ ৪৮৪১ ৬৬১০, ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সংক্রান্ত তথ্য

কোম্পানির ৩৫তম এজিএম শনিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে, সকাল ১১.৩০টায় আইএসটি, ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট") এর অধীন প্রণীত বিধিগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধানগুলির সাথে পঠিত সমস্ত প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০১৫, পঠিত সেবি সার্কুলার নং (ক) SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে ২০২০, (খ) SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, (গ) SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, তারিখ ১৩ মে, ২০২২, (ঘ) SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ (ঙ) SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন (এবং পরবর্তীতে রুলস) পঠিত এমসিএ সার্কুলার নং (ক) ১৪/২০২০, তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, (খ) ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ (গ) ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ (ঘ) ০২/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (ঙ) ১৯/২০২১, তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ (চ) ২১/২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ (ছ) ২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ (জ) ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (ঝ) ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সেবি সার্কুলার দ্বারা জারি করা হয়েছে এই বিষয়ে সময়ে সময়ে এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার সহ।

আরও জানানো হচ্ছে :

১. এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪ সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড সাথে নিবন্ধিত। এটি এখানেও পাওয়া যাবে (ক) কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com), (খ) মেসার্স সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) (www.evotingindia.com) এর ওয়েবসাইট, যা ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে; এবং (গ) বিএসই লি. ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত।

২. সদস্যরা যারা প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেছেন বা যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারেন। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানি/আরটিএ-কে নিম্নলিখিত বিশদ প্রদান করে ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন শংসাপত্র পেতে পারেন investors@nprfinance. com/nichetechpl@nichetechpl.com-এ ই-মেইল করে (ক) বিশদ বিবরণ যেমন ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) - শারীরিক শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে। (খ) ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে - অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি) এর সাথে। (গ) স্বতন্ত্র ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- অনুগ্রহ করে আপনার ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করুন। আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যা ই-ভোটিং এবং ডিপোজিটরির মাধ্যমে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে যোগদানের সময় বাধ্যতামূলক।

৩. এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধার নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত হয়েছে। শুধুমাত্র এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এবং যারা দূরবর্তী ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট (গুলি) দেননি- তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

৪. যে ব্যক্তিরা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা এটি আপডেট করতে চান অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে নিবন্ধন করুন/আপডেট করুন যদি আপনি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে বা কোম্পানি বা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে শেয়ার ধারণ করেন, যেমন, নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০ ০১৭-এ (যোগাযোগ নম্বর (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল (nichetechpl@nichetechpl.com), যদি আপনি প্রকৃত আকারে শেয়ার ধারণ করেন তাহলে আইএসআর ১ ফর্ম জমা দিয়ে। আরও, প্রয়োজনীয় ফর্ম সহ এই বিষয়ে সমস্ত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.nprfinance.com) পাওয়া যাবে।

৫. সদস্যরা যে পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (ইসিএস) বা অন্য কোনো মাধ্যমে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের আদেশ দিতে পারে প্রযোজ্য নয়, কারণ বোর্ড ৩১/০৩/২০২৪-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশের সুপারিশ করেনি।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ঋতিকা বর্মা
স্থান : কলকাতা **কোম্পানি সেক্রেটারি**
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪ **মেম্বারশিপ নং এফ১০২৯১**

5 STAR **মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড** STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার: L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ,
২য় তল, কলকাতা- ৭০০০০১
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫/ +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি

১. এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য কোম্পানির ২৩তম (তেইশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') **১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বুধবার বেলা ৩.০০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') সুবিধার মাধ্যমে হবে, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলসসমূহ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ এবং তৎসহ পঠিক কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, এবং এই ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট পরবর্তী সার্কুলারগুলি, সর্বশেষ সার্কুলার নং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ (যৌথভাবে ''সার্কুলারস'' হিসাবে উল্লেখিত) এবং সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত অন্য সকল সংশ্লিষ্ট সার্কুলারগুলি অনুযায়ী এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে নির্ধারিত বিষয়সমূহ লেনদেনের জন্য। সদস্যরা কেবল ভিসি অথবা ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে বা যোগদান করেত পারবেন। ভিসি অথবা ওএভিএম মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যরা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম পূরণের উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য হবেন।

২. উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট-এর সফ্ট কপি ই-মেল যোগে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসদের কাছে নথিভুক্ত। উপরোক্ত রিপোর্ট এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www. manaksiasteels. com; স্টক এক্সচেঞ্জগুলি অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia. com-তে। এজিএম নোটিশের কোনও ফিজিক্যাল কপি এবং বার্ষিক রিপোর্ট সদস্যদের পাঠানো হবে না।

৩. এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। এজিএমে যোগদানের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। তদনুসারে, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানির এজিএম-এ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণ করার কোনো বিধান করা হয়নি।

৪. **ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি**

ক) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি. (আরটিএ) তে mdpldc@yahoo.com বা কোম্পানির কাছে infomsl@ manaksiasteels.com/asharma@manaksiasteels.com লিখে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

খ) ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের সেই ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রেখেছেন।

৫. **ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি**

কোম্পানিটি তার সকল সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজুলেশনের উপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

৬. **বই বন্ধ**

কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই কোম্পানির ২৩তম এজিএমের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৭. ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণ করা সকল সদস্যকে এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা সমস্ত বিষয় এবং বিশেষ করে, এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সতর্কতার সাথে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ-এর সাথে mdpldc@yahoo.com বা infomsl@manaksiasteels.com-এ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল ডাউনলোড বিভাগে পাওয়া যায় www.evoting.nsdl.com-এর অথবা ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করুন অথবা সিনিয়র ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রেকে evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠান।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান: কলকাতা **অজয় শর্মা**
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড
(কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর : L15520WB1960PLC024710)
রেজিঃ অফিস : ''অ্যালেপে কোর্ট'', ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জি.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পঃবঃ ফোন : (০৩৩)২২৮১৭০০১,
ই-মেল : cs@obl.org.in, ওয়েবসাইট : www.obl.org.in

বিজ্ঞপ্তি

ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) -এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেডের সদস্যদের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১টায় (আইএসটি)** অনুষ্ঠিত হবে **ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/আদার অডিও-ভিজুয়াল মিনস (''ওএভিএম'')**-এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''দ্য অ্যাক্ট'') এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে পঠিত এবং ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)রেগুলেশনসের রেগুলেশন (''সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস'') এবং তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং সংশ্লিষ্ট সকল অন্যান্য সার্কুলার অনুযায়ী (এমসিএ সার্কুলারস) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত অনুমতি দিয়েছে, এজিএম অনুষ্ঠানের ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে, সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। তাই, সদস্যরা শুধুমাত্র এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে।

উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম নোটিশের সফট কপি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট নিবন্ধিত তাদেরকেই পাঠানো হবে। উক্ত নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েব সাইট **www.obl.org.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ **বিএসই লিমিটেড এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com** এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লি ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (রিমোট ই-ভোটিং এজেন্ট) **www.evotingindia.com** থেকেও পাওয়া যাবে।

ফিজিক্যাল/ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে রেজিস্টার/আপডেট করার জন্য নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/অথবা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে ই-ভোটিং সহ এজিএমে যোগদানের জন্য লগইন বিশদ পেতে।

শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় দূরবর্তীভাবে বা এজিএম চলাকালীন তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তীভাবে বা এজিএম চলাকালীন ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশদ প্রদান করা হবে/পাওয়া যেতে পারে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.obl.org.in** থেকে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **২৩.০৯.২০২৪ থেকে ২৮.০৯.২০২৪ (উভয়দিন সহ)** তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এজিএমের উদ্দেশ্যে।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠাবে না।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের তথ্য প্রদান এবং সুবিধার জন্য উপরোক্ত তথ্যগুলি জারি করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগগুলি শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ বা helpdesk.evoting@cdslindia.com -তে একটি ইমেল পাঠাতে বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২১০ ৯৯১১ -এ কল করতে পারেন।

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ-র পক্ষে
স্থান : কলকাতা **জিয়ুত প্রসাদ**
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি (A28758)**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank এলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৬.০৩.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স দেবস (ঋণগ্রহীতা, স্বত্বা - শ্রীমতি বুলবুল দেব)** ইউনিট ঠিকানা - পি-৪৩, রায়পুর জিসিটি, এসএইচ ১১, কলকাতা - ৭০০০৮৪, **শ্রীমতি বুলবুল দেব (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) স্বত্বাধিকারী মেসার্স দেবস,** ঠিকানা - বি/২৪/এ লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৭, **আরও** - আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং আরএন ১০, রঘুনাথপুর, থানা - বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০০৫৯, **শ্রী অমিতাভ দেব (জামিনদাতা)** ঠিকানা - বি/২৪/এ লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৭ এবং **লক্ষ্মী স্পাইসেস (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা - শ্রীমতি বুলবুল দেব,** ঠিকানা - বি/২৪/এ লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৪৭ **রাণিকুঠি এবং গোলপার্ক ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য মতে আদায়দান সাপেক্ষ, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৪ আগস্ট ২০২৪** তারিখে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর নিকট বকেয়া **৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।

''সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ , লিফট এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত ৪র্থতলে লট 'সি' স্থিত, প্রেমিসেস নং আরএন-১০। ''আরতি ভিলা'' নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা অবস্থিত মোজা : রঘুনাথপুর, পরগনা : কলিকাতা, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস দাগ নং ২২ (অংশ), হাল দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ১৪৫, হোল্ডিং নং এএস-১৭/১৮, ওয়ার্ড নং : ১৭, বিধান নগর পৌর সংস্থা অধীন (পূর্বতন রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা অধীন), থানা : বাগুইআটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং পার্টিশন তারিখ ০৩.০৪.২০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর রাজারহাট এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভুল্যুম নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩৫৯৭ থেকে ৭৩৬২১, দলিল নং ১৫২৩০২৬৩৫-২০১৭ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরস্বতী সরকারের জমি, দক্ষিণে : ১৬.৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান : কলকাতা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN No : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/১৩৪৬, **ফ্যাক্স:** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট:** www.ahleast.com

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য এবং লভ্যাংশ

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে কোম্পানির ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'')/আদার অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') এর মাধ্যমে শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সিকিউরিটিজ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') (লিস্টিং অবলিগেসন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর সঙ্গে এই বিষয়ে এমসিএ এবং সেবি দ্বারা জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে বিষয়সমূহ সম্পাদন করবে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অনুসারে।

উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ১৭তম এজিএম এর নোটিশ এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (গুলি) (''ডিপিএস'') এর সঙ্গে নিবন্ধিত। আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ১৭ তম এজিএম এর বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট: www.ahleast.com, https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com/ এবং http://evoting.kfintech.com এ ও উপলব্ধ। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপিগুলি সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করবে।

ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি
এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সহ ই-ভোটিংয়ের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

বুক ক্লোজার, লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ এবং তার অর্থ প্রদান
শেয়ারহোল্ডাররা লক্ষ্য করবেন যে মঙ্গলবার, ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ২.৫০ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই শনিবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক লভ্যাংশ অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রদান /ক্রেডিট/প্রেরণ করা হবে যে সমস্ত সদস্যদের নাম রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত থাকবে এবং ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারধারীদের ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড যে সদস্যদের নাম রেকর্ডের তারিখে অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের লভ্যাংশের অর্থ প্রদান করা হবে উৎসে কর কেটে নেওয়া সাপেক্ষে।

কোম্পানির সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধিত সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক সেই সকল সদস্যদের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে যারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি। লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরিজ (যেখানে শেয়ারগুলি ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে রাখা আছে) এবং কোম্পানির আরটিএ (যেখানে শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা আছে) এর কাছে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য তাদের কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
স্থান : কলকাতা **চিফ লিগাল অফিসার এবং**
তারিখ : ১৫.০৮.২০২৪ **কোম্পানি সেক্রেটারি**

সুডার টাকা আটকানোয় তরজা আরামবাগ পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ পুরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সুডা তথা স্টেট আর্বান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির টাকা আটকে দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন ও বর্তমান চেয়ারম্যান কাদা ছোঁড়াছুড়িতে জড়িয়ে পড়লেন। রীতিমতো সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করে আরামবাগ পুরসভার গোষ্ঠীকোন্দল এবার প্রকাশে এল বলে দাবি। আর গোষ্ঠীকোন্দল মূলত প্রাক্তন পুরপ্রধান স্বপন নন্দী বনাম বর্তমান চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারীর মধ্যে শুরু হয়েছে বলে খবর। বুধবার প্রথম আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আরামবাগ পুরসভার ফান্ডে যথেষ্ট পরিমানে টাকা রেখে দায়িত্ব ছেড়েছি। বিগত দিনে আরামবাগ পুরসভা স্বচ্ছ ভাবে পরিচালিত হয়। সুডার কাছ থেকে মাত্র দু' কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য। তবে পরবর্তীকালে আরামবাগ পৌরসভার ফান্ডে প্রায় দশ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল। বর্তমান পুরসভা ইচ্ছা করলেই ওই টাকা পরিশোধ করে বিভিন্ন প্রকল্পে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু তা না করে প্রকাশে মন্তব্য করা হচ্ছে। অডিট রিপোর্টে সব হিসাব দেওয়া আছে। ইচ্ছা করলেই সবাই দেখতে পারে।'

পাশাপাশি স্বপনবাবু আরও বলেন, 'আরামবাগ পুরসভার কিছু আমলা ভুল পথে বর্তমান পুরবোর্ড পরিচালিত করছে। তাই কেউ যদি অসংগতিমূলক কথা বলেন বা সম্মানহানির চেষ্টা করেন তা হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, পুরসভায় যদি যথেষ্ট ফান্ড থাকে তা হলে সুডা কোনও দিন টাকা আটকে দেয়। সুডার দেওয়া এক কোটি নব্বই লক্ষ টাকা ভাঙা হয়। সেই টাকা এই আমলেও পরিশোধ করতে পারিনি। অনেক বৈঠক করে অবশেষে মাসে ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়ার শর্তে সুডা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত টাকা দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে। ঋণ পরিশোধ করে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন করা হচ্ছে। স্বপনবাবুকে বলুন আমার গালে দুটো চড় মেরে দেখিয়ে দিতে যে, আরামবাগ পুরসভায় দশ কোটি টাকার ফান্ড রয়েছে।' অন্যদিকে আরামবাগ পুরসভায় সুডার টাকা নিয়ে নয়ছয় হয়েছে বলে অভিযোগ করছে বিজেপি। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, 'আরামবাগ পুরসভাটা দুনীতির আখড়া হয়ে গিয়েছে। তাই দু'জনে খাওয়া-খায়ি করছেন। সুডা টাকার নয়ছয় হয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। তা হলেই সত্য ঘটনা বেরিয়ে আসবে।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

এমকে কনসালট্যান্টস লিমিটেড

CIN NO: L74140WB1990PLC050229
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫বি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর হাইট, কলকাতা-৭০০০২৭
ইমেল আইডি: support@emkayconsultants.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৮১৫,০১২	২,১২৫,৭১৮	৫০৩,৪৭৬	৫,১১০,২১৫
ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(২৫২,২৩৯)	(৭৮,৬৮২)	(২৮৩,৬৮২)	(২,০০৫,৯১১)
চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব কার্যাদি থেকে লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(২৫২,২৩৯)	(৭৮,৬৮২)	(২৮৩,৬৮২)	(২,০০৫,৯১১)
চলতি কার্যাদি থেকে সময়কালের জন্য লাভ [+] /ক্ষতি [-]	(২৫২,২৩৯)	(৭৮,৬৮২)	(২৮৩,৬৮২)	(২,০০৫,৯১১)
মোট আনুপুঙ্খিক আয়	(২৫২,২৩৯)	(৭৮,৬৮২)	(২৮৩,৬৮২)	(১,৯৬৫,৩৭০)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকার)	৩০,০০৪,০০০	৩০,০০৪,০০০	৩০,০০৪,০০০	৩০,০০৪,০০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.০৮৪)	(০.০২৬)	(০.০৯৫)	(০.৬৫৫)
চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে মূল (টা.)	(০.০৮৪)	(০.০২৬)	(০.০৯৫)	(০.৬৫৫)
মিশ্রিত (টা.)	(০.০৮৪)	(০.০২৬)	(০.০৯৫)	(০.৬৫৫)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি হওয়ার পর ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত ও নথিভুক্ত হয়েছে।
২. কোম্পানির নিরীক্ষকরা সেবি এলওডিআর (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগগুলেশন ৩৩ অনুসারে ৩০ জুন ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৩. কোম্পানিটি শুধুমাত্র একটি সেগমেন্টে কাজ করছে।
৪. উপরোক্ত সময়কালের জন্য রিপোর্ট করার জন্য কোম্পানির কাছে কোনও ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ আইটেম নেই।
৫. কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সংশোধিত তফসিল III অনুসারে সেবি দ্বারা সংশোধিত ফর্ম্যাট অনুসারে পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় সাজানো / পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে।
৬. পূর্ববর্তী বছরগুলিতে অনুসৃত একই অ্যাকাউন্টিং নীতি এবং মান ব্যবহার করে অ্যাকাউন্টগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।
৭. পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে, পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় সাজানো করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
দীপক কুমার সিং
(চেয়ারম্যান)
DIN: 00506236

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ অগস্ট, ২০২৪

Manaksia Steels Limited

5 STAR SUPER COLOUR
STEELS AN ISO 9001 : 2015 COMPANY

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস: ৬ লায়নস রেঞ্জ, টার্নার মরিসন বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: info.steels@manaksiasteels.com, ওয়েবসাইট: www.manaksiasteels.com
দূরভাষ: +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ / +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৬,৫১৭.৮৪	৬৮,১০৬.৭২	২১,৮২২.৫৪
মোট রাজস্ব	১৬,৮৯৮.০০	৬৯,৬৬৯.৯০	২২,১৫৬.২৯
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৬৯০.৭৮	৫,৩০৬.২০	১,৬৭৮.১০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৩৭৫.৫১	৩,৭৮৮.৫৬	১,৪০৯.১৩
ব্যতিক্রমী দফা	(৪২.৯৭)	(৫.৮৯)	(৬০.৭৪)
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩৩২.৫৪	৩,৭৮২.৬৭	১,৩৪৮.৩৯
কর ব্যয়	১৬৯.৫৭	৯৪৪.৩১	৩৩৩.৪৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৬২.৯৭	২,৮৩৮.৩৬	১,০১৪.৯৩
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	১২০.৬৯	১,০০৪.২৪	২,০৭৬.৬২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	২৯,৩৮৮.৯৭	-
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	০.২৫	৪.৩৩	১.৫৫
(খ) মিশ্রিত (₹)	০.২৫	৪.৩৩	১.৫৫

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা : (₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫,৬৩০.৬৬	৬৩,১৯৬.০১	২০,৫৫০.৫৫
মোট রাজস্ব	১৬,০১০.৮১	৬৪,৭৫৯.১১	২০,৮৮৩.৬৯
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৬৩৮.৮০	৪,৮০৭.০৪	১,৫২২.২০
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি) (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৩৬৯.৯৯	৩,৮৮৮.৩২	১,৩৩৪.২৫
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	২৩২.৫৯	৩,০২২.১৮	১,০২০.৩৯

দ্রষ্টব্য:
(ক) ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১৩ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং ফলাফলগুলি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে প্রকাশ করা হচ্ছে।
(খ) কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের মধ্যে রয়েছে মানকসিয়া স্টিলস লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা, টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই, ফেডারেটেড স্টিল মিলস লিমিটেড, ফার ইস্ট স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং সুমো অ্যাগ্রোকেম লিমিটেড। টেকনোমেট ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই ভলেন্টারি লিকুইডেশনের জন্য আবেদন করেছে, আদেশ মুলতুবি রয়েছে, এর প্রভাব দেওয়া হয়নি।
(গ) নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের ফলে অব্যাহত অস্থিরতার কারণে, গ্রুপটি নাইজেরিয়া ভিত্তিক তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ক্ষতিগুলি গ্রুপের একীভূত আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী দফা হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে।
(ঘ) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল সমূহের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ, www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiasteels.com -এ পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদে পক্ষে ও জন্য
মানাকসিয়া স্টিলস লিমিটেড
স্বা/-
বরুণ আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00441271

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ অগস্ট, ২০২৩

এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN No: L21090WB1984PLC037968
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.in, **মেল আইডি:** ho@agiopaper.in

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩০.০৬.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (অনিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	০.১১	৩১.৮২	১.৪৫
করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৪২.৫৭)	(১০৮.০৫)	(৩৪.৯৬)
আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেসভ্যালু ১০/- টাকা)	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
মূল ও মিশ্র	(০.২৬)	(০.৬৭)	(০.২২)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি হল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস যা ফাইল করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.agiopaper.in)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-র পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
DIN-03106149

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৪

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড

CIN No: L51909WB1963PLC025750
১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, ১০ম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭, **ই-মেল:** investors@poddarprojects.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বর্ষ
	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
চলতি কাজকর্ম থেকে সূত্রে মোট আয়	১,৮১৯.৮৫	১,৮২০.৫২	১,৭৮৩.৩৪	৬,৪৫৬.০৭
কাজকর্ম থেকে ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ (+)/ক্ষতি(-)	২৮১.৮৭	১৮২.৪১	৩৮০.৯৭	১,০১৭.৪৮
চলতি কাজকর্ম থেকে কর পূর্ব কাজকর্ম থেকে লাভ(+)/ক্ষতি(-)	২৮১.৮৭	১৮২.৪১	৩৮০.৯৭	১,০১৭.৪৮
লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য, চলতি কাজকর্ম থেকে	২৩০.৪৫	১৬০.৫৩	২৭৪.৯৯	৮২৬.১০
মোট ব্যাপক আয়		৩৭.৬০	-	৩৭.৬০
পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি				৮,২০৯.৭০
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কাজকর্ম থেকে				
মৌলিক (টাকা)	৬.৮৪	৫.৪০	৯.২৫	২৭.৭৮
মিশ্রিত (টাকা)	৬.৮৪	৫.৪০	৯.২৫	২৭.৭৮

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করার পরে **১৪ আগস্ট ২০২৪** -এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ www.poddarprojects.com
৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধিমালা এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএনডি এএস) অনুসারে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কালের চিত্রটি পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ / পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
(চেয়ারম্যান)
DIN : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN : L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল-neelachalkolkata@gmail.com

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

পরিশিষ্ট ১১ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	জুন ৩০, ২০২৪	জুন ৩০, ২০২৩	মার্চ ৩১, ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৪.৭১	১৭.০৫	৫৯.৭২
কর পরবর্তী সাধারণ কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	৪.৫৬	৫.১৮	৭.৩১
কর পরবর্তী (বিশেষ দফা পরবর্তী) সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	৪.৫৬	৫.১৮	৭.৩১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
মজুত (বিগত বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)	-	-	৭৮.৫১
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) :			
(ক) মৌলিক ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.৪৫	*১.৬৫	*২.৩২
(খ) মিশ্রিত ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.৪৫	*১.৬৫	*২.৩২

বোর্ডের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- **তেজস দোশী**
ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪ অগস্ট, ২০২৪

কন্টিনেন্টাল ভাল্ভস্ লিমিটেড

"সুকেত" ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯
টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in
CIN : L29221WB1982PLC057718

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩০.০৬.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৩৭৪.১৬	৫৭১.০৯	২৩৪.০২	১২৪৬.৯৭
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	৭.৬৫	১০.৪৩	৫.৩০	১৭.৯৯
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৫.৫৭	৭.৭৯	৩.৮৮	১৩.৩৮
৪.	মোট ব্যাপক আয় সময় কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময় কালের জন্য লাভ/ (ক্ষতি) অর্ন্তগত এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৫.৬৮	৭.৯০	৩.৯৯	১৩.৮৩
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪	
৬.	মূল ও মিশ্র ইপিএস	০.৬৮	০.৯৫	০.৪৮	১.৬৪

দ্রষ্টব্য :
১ ৩০ জুন,২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪, আগস্ট ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাগুলিতে পরিচালক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩০শে জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা যেমনটি সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে প্রয়োজনীয় এবং রিপোর্টটি বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২ এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর জন্য ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুল ২০১৫ (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি প্রযোজ্য পরিমাণে।
৩ কোম্পানী শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল ভ্যালস এবং স্পেয়ার । তাই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে ইন্ড এএস - ১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।
৪ কোম্পানী ব্যবস্থাপনা অনুমান এবং আন্দাজ ভিত্তিতে প্রগতিশীল কাজের রূপান্তরের মূল্য মূল্যায়ন করেছে কারণ প্রকৃত খরচ নিশ্চিত করা যায় না।
৫ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে
৬ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান ৩০ জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং সময়ের জন্য শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/ পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
ধরমবীর কুমার
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৪

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড

রেজি. অফিস : **"সিমপ্লেক্স হাউস", ২৭, শেক্সপিয়র সরিণ, কলকাতা-৭০০ ০১৭**
দূরভাষ : +৯১ ৩৩-২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩ ২২৮৯-১৪৬৮
ই-মেল: simplexkolkata@simplexinfra.com, ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com
CIN No. L45209WB1924PLC004969

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০ জুন ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২০,৯৬৯	২৩,২৯০	৩১,৫৬৪	১০২,৮৭৩	৩০,৫৯৫	৩৭,০৬৪	৩৯,৯৩৬	১৪০,৬৪৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পূর্ববর্তী)	(১,১৬১)	২৬,০২৯	(২৩,০১৫)	(১০,৩৪৬)	(১,০৪১)	২৫,৭৩০	(২২,৯৪৬)	(১০,৩৪০)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	(১,১৬১)	২৬,০২৯	(২৩,০১৫)	(১০,৩৪৬)	(১,০৪১)	২৫,৭৩০	(২২,৯৪৬)	(১০,৩৪০)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহ পরবর্তী)	(১,০৫২)	১৬,৬৮১	(১৫,০৬৪)	(৭,১৮৯)	(৯৫৪)	১৬,৩৭২	(১৫,০১০)	(৭,২২৭)
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(১,৭৩৭)	১৬,৪৯২	(১৫,২০০)	(৬,৮২২)	(১,৬৮৭)	১৬,১৬৫	(১৫,১৫৫)	(৬,৮৭৬)
৬	পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-)	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				২০,৬৫৪				২২,০৪৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)								
	ক) মৌলিক (₹)	(১.৮৪)*	২৯.১৯*	(২৬.৩৬)*	(১২.৫৮)	(১.৭৩)*	২৮.৭১*	(২৬.৩০)*	(১২.৬৫)
	খ) মিশ্রিত (₹)	(১.৮৪)*	২৯.১৯*	(২৬.৩৬)*	(১২.৫৮)	(১.৭৩)*	২৮.৭১*	(২৬.৩০)*	(১২.৬৫)

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।
খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২ (৪) -তে অন্যান্য আইটেমগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ) অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সংস্থার কাছে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড পক্ষে
এস. দত্ত
সম্পূর্ণ-সময়ের ডিরেক্টর এবং সি.এফ.ও.
DIN-00062827

কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৪

ইমামবাড়া হাসপাতালে লিফটের সামনে রোগী দেখছেন চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরজি কর-কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনে নেমেছে চিকিৎসক মহল। লাগাতার চলছে কর্মবিরতি। হাইকোর্ট মঙ্গলবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। চিকিৎসকদের কাজে ফিরতে বলেছে। যদিও, আরজি করে কর্মবিরতি চলছে। আর তার আঁচ পড়েছে জেলা হাসপাতালেও। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হুগলি জেলা হাসপাতালে একঘণ্টার পেন ডাউন করেন চিকিৎসকরা। সেখানেই ঘোষণা করেন বুধবার থেকে ওপিডি বন্ধ থাকবে। জুনিয়র চিকিৎসকরা কাজ করছেন না। হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা চালু আছে। পাশাপাশি কয়েকজন সিনিয়র চিকিৎসক হাসপাতালের লিফটের সামনে বসে রোগী দেখ ছেন। আউটডোর বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ছেন।

এক রোগীর আত্মীয় বলেন, 'চিকিৎসা করাতে এসে দেখছি আউটডোর বন্ধ। আমরা জানতাম না যে আজ বন্ধ থাকবে।' আরও এক রোগীর আত্মীয় বলেন, 'এক সংকটজনক রোগীকে নিয়ে এসেছি। আউটডোর থেকে টিকিট দিল কিন্তু জানায়নি এমন অবস্থা আছে। রোগীকে বাড়িতে রাখার মত না।' কিডনির সমস্যা নিয়ে আসা রোগী আলো মণ্ডল বলেন,'অনেক দূর থেকে হাসপাতালে এসেছি চিকিৎসা করাতে এখন দেখছি চিকিৎসক আসেননি। লাইনে দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরছিল একজন চেয়ার দেয় বসার জন্য। কালকে কিডনির সমস্যার জন্য ছবি করে গিয়েছিলাম সেটা ইনফেকশন হয়েছে।'

যদিও রোগীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে এক সিনিয়ার চিকিৎসক বলেন, 'কোথায় ফিরে যাচ্ছে আমরা তো সকলকে দেখে দিচ্ছি। আমাদের পরিষেবা আমরা দিচ্ছি। যদি সমস্ত ডিপার্টমেন্টের সব চিকিৎসক একসঙ্গে চিকিৎসা করতে পারছে না। আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে রোগী না দেখে সেটা একসঙ্গে দেখা হচ্ছে। যদিও ওপিডির ঘরগুলি বন্ধ রয়েছে, কিন্তু ওপিডির কাজটা চালু রয়েছে। জুনিয়ররা কেউ কাজে আসছেন না।'

জুনিয়র চিকিৎসক বলেন, 'চুঁচুড়া হাসপাতালের যে সমস্ত ইন্টার্নাল সমস্যা রয়েছে সেগুলি জানাতেই আমরা সিএমওএইচ অফিসে গিয়েছিলাম। আমাদের সেফটি সিকিউরিটি রুম, অন কল এগুলি দেখার জন্য বলেছিলাম সে কারণেই বুধবার তিনি পরিদর্শনে এসেছিলেন।' জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী মৃগাঙ্ক মৌলি কর বলেন, 'ওপিডি চলছে, চিকিৎসকও পরিষেবা দিচ্ছেন। কিছু কিছু ঘর বন্ধ রয়েছে, কিছু চিকিৎসকরা এক জায়গায় বসে দেখছেন। কাউকে ফেরানো হচ্ছে না।'

তিনি আরও বলেন, 'জুনিয়র চিকিৎসকদের থাকার অসুবিধা আছে সেটা কোথায় কী ভাবে ঠিক করা যায় সেটাই দেখা হয়েছে। তাদের যে দাবিগুলি রয়েছে সেটা দেখা হচ্ছে।' সঠিক বিচার চেয়ে বুধবার স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মধ্যরাতে মহিলাদের রাস্তা দখলের ডাক দেওয়া হয়েছে। হুগলি পিপুলপাতিতে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় চিৎকার 'জমায়েতের ডাক' দেওয়া হয়েছে অরাজনৈতিক ভাবে। সাতটা থেকে গান কবিতা মিছিলে হবে প্রতিবাদ। এর পাশাপাশি শ্রীরামপুর, কোন্নগর, উত্তরপাড়া একাধিক জায়গায় রাস্তা দখল হবে।

তারাশঙ্কর-স্মরণে সিউড়িতে সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: সিউড়ি পাইকপাড়া, সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের পক্ষ থেকে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে ভারতবর্ষ এবং জাপান দুই দেশের দুই গবেষকের এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

ওই সভায় মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ জাপানি গবেষক অধ্যাপক মাননীয় মাসায়ুইকি ওনিশি এবং ভারতবর্ষে তারাশঙ্কর গবেষকের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রাক্তন জাতীয় গবেষক এবং তারাশঙ্কর জীবনীকার ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলংয়ের ইংরেজি এবং বিদেশি ভাষা শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় ড. সজল দে মহাশয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সভাটি পরিচালনা করেন সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনবগোপাল রায় মহাশয়।

জাপানি অধ্যাপক মাসাইয়ুকি মহাশয়; তাঁর তারাশঙ্কর অনুরাগ; অনুসন্ধান এবং অনুবাদের কথা সাবলীল বাংলা ভাষায় তুলে ধরেন। অধ্যাপক সজল দে মহাশয় তারাশঙ্কর অনুবাদের গুরুত্ব এবং ঘাটতির কথা তুলে ধরেন। তারাশঙ্কর জীবনীকার ড. দেবাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, তারাশঙ্কর তাঁর জন্মভূমির মাটি ও মানুষের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতাকে দেখেছিলেন এবং সেইজন্য বিদেশে তাঁর সাহিত্যের সমাদর ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তিনি বলেন, চারটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশে তারাশঙ্কর অনুবাদ-গবেষণা এবং জার্নালে রিভিউ হচ্ছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশিত হয় সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্রীদের ভারতীয় নৃত্য।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল শিক্ষিকা সহ ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে পথে নামল রায়না জগতমাতা আঞ্চলিক বালিকা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকা সহ ছাত্রীরা। এদিন বিদ্যালয় থেকে এসআই অফিস পর্যন্ত মৌন মিছিল করা হয়। শুধু তাই নয় ১৪ অগস্ট কন্যাশ্রী দিবস। সেই কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানও বন্ধ রাখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, আরজি করে তরুণী চিকিৎসক ছাত্রীকে নির্মম ভাবে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগে তদন্তভার ইতিমধ্যেই হাতে তুলে নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। বুধবার সকালেই রাজ্যে এসে উপস্থিত হয় সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল। সিবিআইয়ের হাতে তুলেও দেওয়া হয় গ্রেপ্তার হওয়া সঞ্জয় রায়কে। সিবিআইয়ের দলে রয়েছে নিজস্ব মেডিক্যাল টিম এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও। ডিএনএ টেস্টকে হাতিয়ার করেই ঘটনার মূলে পৌঁছতে চাইছেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা।

কিন্তু সত্যিই কি বিচার পাবেন মৃত নির্যাতিতা মহিলা চিকিৎসক। এই নিয়ে এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশ্ন উঠছে। তবে সকলেই মনে করছেন এই ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় একজন জড়িত নয় রয়েছে বেশ কয়েকজনের হাত। এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার হোক তেমনটাই দাবি করেছেন রায়না জগতমাতা আঞ্চলিক বালিকা বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষিকা সহ ছাত্রীবৃন্দ।

Press Notice

Sealed Quotations are hereby invited for supply of sapling (Mango, Guava and Lemon) under NRM schemes under **PMKSY WDC 2.0 at Baghmundi Block Vide NIQ-05/NRM-2/PMKSY-WDC 2.0/01/2021-22,** in the district of Purulia. For details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit Office Notice Board or visit **www.wbtenders.gov.in.** Last date for submitting sealed quotation on **28.08.2024.**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

Tender Notice

NIT No.18/24-25, Dt. 12.08.2024
Repairing of Different High mast Light under Chapra Panchayat Samity area for the year 2022-23 A/C-5B156728. Total Amount Rs. 3 00,000.00/- Last date of documents downloading & bid Sub For both 28.08.2024 upto 05.00 PM(Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)
Sd/-
E.O, Chapra Pan. Samity, Nadia.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এলআরসি-৩_ভি-ডবলুআরএপি-পিটি-II-আর, তারিখঃ ১২.০৮.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক সঙ্গতিপন্ন ও কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** দুরন্ত কোচ (এলএইচবি ও আইসিএফ), যুবা কোচ (আইসিএফ), হামসফর কোচ (এলএইচবি) এবং এলএইচবি (রাজধানী, শতাব্দী ও জনশতাব্দী কালার) কোচ-এর এন্ড প্যানেল ব্যাতিরেকে কোচের বহির্ভাগে ভিনাইল র‍্যাপিং সরবরাহ ও প্রয়োগ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৬৬,২৩,৬৬০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৩৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৮.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টা। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**।
(MISC-141/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নম্বর ঃ কেপিএ-ইজি-ওটি-০৬-২৪-২৫, তারিখ ঃ ১২.০৮.২০২৪। ডেপুটি সিইই/জি, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** ওয়ার্কশপের জীর্ণ/পুরাতন ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যাসেট অর্থাৎ ট্রান্সফর্মার, পাম্প ইত্যাদির পরিবর্তন ও বদল। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৪,৪৮,০৯,৫৫৩.৭৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৭৪,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টায়। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ২১.০৮.২০২৪। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৮.২০২৪ তারিখে বিকাল ৩.৩২ মিনিট। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার পত্রের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে। বিডারগণ শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য হবে।
(MISC-135/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

DASPUR-II GRAM PANCHAYAT
DASPUR::GHATAL:: PASCHIM MEDINIPUR

NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-8/24-25, Memo No-573, Date-13/08/2024
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-9/24-25, Memo No-574, Date-13/08/2024
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-10/24-25, Memo No-575, Date-13/08/2024
WBPMID/DAS-II/GP/ e NIT-11/24-25, Memo No-576, Date-13/08/2024

Tender Through inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp. socities having credential of similar type of work at Daspur-II GRAM Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti.Bid Submission Start Date- **14.08.2024.** Bid Submission end Date- **23.08.2024.** Bid Opening Date- **26.08.2024.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Daspur-II Gram Panchayat

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender (2nd Call)

Re e-Tenders are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: i) 393/MGP (Sl.-1) & ii) 394/MGP (Sl.-1), Date: 13.08.2024. Fund: 15th CFC (2024-25).** Tender will be available in the website **www.wbtenders. gov.in** and undersigned GP Office. Bid Submission End Date: **21.08.2024 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **23.08.2024 at 11:00 AM.**

Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide Nit **No.-WB/BIR/ MAY1/ KAN/31/2024-25** dated **13/08/2024** bid submission date is **14/08/2024 from 4:00 PM** onwards to Last date **24/08/2024 till 4.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-, Pradhan
Kanachi Gram Panchayat
P.O.-Katigram, Dist.- Birbhum

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- NIT No :- NM/PWD/T/NIT-017e/2024-2025 to NM/PWD/T/NIT-027e/2024-2025. Tender ID :- 2024_MAD_733514_1, 2024_MAD_733519_1, 2024_MAD_733520_1, 2024_MAD_733525_1, 2024_MAD_733528_1, 2024_MAD_733531_1, 2024_MAD_733533_1, 2024_MAD_733535_1, 2024_MAD_733536_1, 2024_MAD_733563_1, 2024_MAD_733567_1, 2024_MAD_733570_1. Type of Work - Cement Conc. Road Work. Bid Submission Start Date:- 16-08-2024. Bid Submission End Date: 30-08-2024 at 5:00 PM. N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://wbtenders.gov.in also given https://nabadwipmunicipality.in
S/D (BIMAN KRISHNA SAHA), Chairman, Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- NIT No :- NM/PWD/T/NIT-028e/2024-2025 to NM/PWD/T/NIT-036e/2024-2025. Tender ID :- 2024_MAD_733575_1, 2024_MAD_733577_1, 2024_MAD_733581_1, 2024_MAD_733590_1, 2024_MAD_733591_1, 2024_MAD_733593_1, 2024_MAD_733595_1, 2024_MAD_733599_1, 2024_MAD_733602_1. Type of Work:- Construction of Internal Drain Bid Submission Start Date:- 16-08-2024. Bid Submission End Date: 30-08-2024 at 5:00 PM. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website https://wbtenders.gov.in also given https://nabadwipmunicipality.in
S/D (BIMAN KRISHNA SAHA), Chairman, Nabadwip Municipality

ABRIDGE SHORT TENDER NOTICE
SNIT NO.-WBIW/EE/CID/SNIT-08/2024-25,

Executive Engineer, Contai Irrigation Division. invites Off-Line short notice tender for 01 (One) No. Source of Fund **SDS/MAINTENANCE** work in the District Purba Medinipur. Amount Put to Tender from **Rs. 6,91,654.00**. Requisite information's is available in the web site **www.wbiwd.gov.in,** and also in Contai (I) Division's office notice board, last date of application on **16.08.2024 up to 5.00 PM.**

(Sd/-K. Mandal)
Executive Engineer
Contai irrigation Division. I & W Dte. Contai, Purba Medinipur.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-12/24-25

Exe. Engr., ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_734307_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_734345_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_734376_1. **(4)** Tender ID No. 2024_ADDA_734394_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/-
Exe. Engr., ADDA

ABRIDGED NIT

On behalf of **Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block** under south 24 parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of **Fifteen (15) nos Civil works** within the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are **Rs. 1,13,976/-, 2,94,085/-, 3,97,383/-, 3,76,659/-, 4,35,545/-, 10,97,521/-, 3,22,090/-, 2,07,746/-, 2,07,746/-, 2,07,746/- 1,65,590/-, 1,94,162/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-, 1,65,590/-and Tender IDs are 2024_ZPHD_ 733173, 733211, 733239, 733271, 733293, 733331, 733358, 733395, 733433, 733496,733549, 733603, 733625, 733644, 733660** respectively. The last Date of submissions of Bid (online) are **28/08/2024 & 06/09/2024 up to 12:30 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.

Sd/ Pradhan,
Dakshin Gangadharpur GP

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211

NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-11/24-25, Memo No-352, Date-12.08.2024,
WBPMID/BASU/GP/NIT-18/24-25, Memo No-362, Date-13.08.2024,
WBPMID/BASU/GP/NIT-19/24-25, Memo No-363, Date-13.08.2024,
WBPMID/BASU/GP/NIT-20/24-25, Memo No-364, Date-13.08.2024

Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp. socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **13/08/2024 & 14/08/2024.** Bid Submission end Date- **21/08/2024** and Bid Opening Date- **24/08/2024.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 85 to 87 and 38 (2nd Call), 43(2nd Call)/ 2024-2025,
Dated. 14-08-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil, Electrical works at Murshidabad, Coochbehar and Burdwan District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **15-08-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **30-08-2024 upto 3.00 pm**

Date: 14.08.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN NO : L63090WB1989PLC099645
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০০০৯

৩০/০৬/২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			৩ মাস সমাপ্ত	
		৩০ জুন ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৪	৩০ জুন ২০২৩	৩০ জুন ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৪৮৫.৬৫	২২৫৫.৮৬	২২৮৪.২২	২৪৮৫.৬৫	৮৭৮৪.৯৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	৫২.৮১	(৬.৫৫)	৩১.৭৭	৫২.৮১	১৫৬.৫৭
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৫২.৮১	(৬.৫৫)	৩১.৭৭	৫২.৮১	১৫৬.৫৭
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৩৮.৫৩	২৪.৮৬	১৩.৬৩	৩৮.৫৩	১২১.৫৭
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় {সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)}	৪১.০২	১৬.৭৮	১৪.৫২	৪১.০২	১১৬.১৬
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত				৭৯২.৯২	৬৩৫.৭৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক ও মিশ্রিত	০.৭৭	০.৫০	০.২৭	০.৭৭	২.৪৪

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ১৪.০৮.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.frontlinecorporation.org -এ পাওয়া যাবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পবন কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN NO: 00060418)

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide Quotation No. **04/C.C Camera(East)/ C.M/ 2024-2025,Dt:-14-08-2024 & 05/C.C Camera(West)/ C.M/ 2024-2025, Dt:-14-08-2024** for supplying and repairing of C.C camera in different places of Chakdaha Municipal area. For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide Quotation No. **06/Electrical Materials /C.M/ 2024-2025, Dt:-14-08-2024** for supplying and repairing of Street Light in different places of Chakdaha Municipal area. For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 06/BANNYESWAR GP/ 2024-25, (2nd Call) DATE:-14.08.2024.
The last date for online submission of all tender is **21.08.2024 up to 14:00 hours** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

TENDER NOTICE

SEALED TENDER IS INVITED BY THE CHAIRMAN, WEST BENGAL POLICE WELFARE AND SPORTS SOCIETY HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT BHABANI BHAWAN, ALIPUR, KOLKATA-700027 FROM THE REPUTED PUBLIC SECTOR GENERAL INSURANCE COMPANIES FOR **WEST BENGAL POLICE GROUP PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY FOR THE PERIOD FROM 21/09/2024 TO 20/09/2025**. DETAILS OF THIS TENDER IS AVAILABLE AT **https://wbpolice.gov.in.** LAST DATE FOR SUBMISSION OF THE TENDER IS ON 22.08.2024 AT 15:00 HRS.

OFFICE OF THE
KHAIRAMARI GRAM PANCHAYAT
KHAIRAMARI, MURSHIDABAD

ENIT No. - 02/KHGP/15Th CFC/ 2024-25 SL NO 1 Memo No: 255/KHGP Dated : 30/07/2024, Application Starting Date- **05/08/2024 AT 9 A.M.** Last Date of Dropping - **19/08/2024 till 3.00 PM.** Date of Opening Technical Bid **-19/08/2024 AT 3 P.M.** Probable Date of Opening Financial Bid- **21/08/2024 time 3.00 P.M.** For Details See- **www. wbtenders. gov.in**

Sd/- Prodahn
Khairamari Grampanchayat
Jalangi, Murshidabad

E-TENDER

Sealed E-Tender vide "NIT No. 01/Nalhati/2024-2025, Dated: 12.08.2024" is hereby invited from the bonafide, resourceful and experienced Contractor for **"Construction of 1st Floor Repairing & Renovation of Existing Building at Raghunathpur Farm Under WBCADC, Nalhati-I Project"**, a) Tender Value : **Rs. 8,84,941.00** b) Downloading of Bidding documents From E-procurement Portal : **16.08.2024 at 10:00 hrs.** and c) Last date of application : **11.09.2024 up to 18:30 hrs.** For more details visit : **www.wbtenders.gov.in**

Deputy Project Officer
WBCADC, Nalhati-1 Project

E-TENDER

Sealed E-Tender vide "NIT No. 02/Nalhati/2024-2025, Dated: 12.08.2024" is hereby invited from the bonafide, resourceful and experienced Contractor for **"Construction of Renovation & Rising of Floor with door shutter for existing paddy godown under WBCADC, Nalhati-I Project"**, a) Tender Value : **Rs. 2,63,315.00** b) Downloading of Bidding documents From E-procurement Portal : **16.08.2024 at 10:00 hrs.** and c) Last date of application : **04.09.2024 up to 18:30 hrs.** For more details visit: **www.wbtenders.gov.in**

Deputy Project Officer
WBCADC, Nalhati-I Project

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

Quotations are invited from reputed Supplier/Agency for Supply of Medical consumables for MCH Clinic at Bishalakhitala UPHC-I under Baruipur Municipality, vide NIQ - 08/Health of 2024-25. Last date: 21.08.2024 up to 2 PM. Details information may be obtained during office hours 11 AM - 5 PM. Website: www.baruipurmunicipality.org.in

Sd/-
By Order,
Executive Officer, B.M.

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড
CIN: L15520WB1960PLC024710
রেজি অফিস: "এ্যালপে কোর্ট" ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং.	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৪,৪০৪	৩,৬১১	৩,২৯৮	১৩,৩৭৬	৪,৬২২	৪,৩২৩	৩,৯৫৫	১৫,৬৭৯
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পূর্ব)	১৮১	৩০৩	১০২	৪৫০	২৪০	৩১১	১৮৪	৫৫৭
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	১৮১	৩০৩	১০২	(৭৭)	২৪০	৩১১	১৮৪	৩০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	১৭৮	২৫৮	১১২	(৯১)	২৩৭	২৬৯	১৯৩	৯
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	১৭৮	২৫৮	১১২	(৯২)	২৩৭	২৬৯	১৯৩	৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১,৬১১	-	-	-	১,৬১৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ₹ ১০/- মূল্যে) (বার্ষিকীকরণ হয়নি) মৌলিক এবং মিশ্রিত (₹)	৮.২৪	১১.৯৪	৫.১৯	(৪.২১)	১০.৯৬	১২.৪৫	৮.৯৪	০.৪২

দ্রষ্টব্য:
১ ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য মেসার্স ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ -র স্ট্যান্ডাঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য হোল্ডিং কোম্পানি মেসার্স শারদ কোয়েঙ্কা প্রাঃ লিঃ, সাবসিডিয়ারি -এর কনসলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক সমীক্ষিত হয়েছে এবং ১৪ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হোল্ডিং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় তৎকর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট উপরেরটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইটসমূহ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.oble.org.in** -এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র জন্য
স্বা/-
এন. কে. পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN: 00304291

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৮.২০২৪

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড
CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ইমেল: kkg@hul.net.in ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(১৮.১১)	(১১.১১)	(২৫.৫৮)	১,৪৭৩.৫০	(১৮.১১)	(১১.১০)	(২৫.৫৮)	(৭১.১৬)
নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	(১৮.১১)	(১১.১১)	(২৫.৫৮)	১,৪৭৩.৫০	১,৬১৩.৯৯	১,৯২৮.৫৫	১,২৩৩.৮৪	১৮,৫২৭.২১
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	(২৮.৮২)	(১৬৩.২৫)	(৪৬.৫৭)	১,১৩৬.৭৪	১,৬০৩.২৮	১,৭৭৬.৪১	১,২১২.৮৫	১৮,১৯০.৪৫
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে)	(৫৪.০৩)	(১২৫.৫১)	(৫২.৪১)	১,১৮৮.৮৪	১,৪৮৭.৭৯	১,৩৭৬.৯৯	১,৪০৮.২৭	১৮,৪৮৮.৮২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১২,৪০২.৩২	-	-	-	৬০,৪৯৬.০৭
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	(০.৪৭)	(২.৬৪)	(০.৭৫)	১৮.৩৫	২৫.৮৮	২৮.৬৭	১৯.৫৮	২৯৩.৬৩

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
জি. কে. আগরওয়াল
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ অগস্ট, ২০২৪

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 67, KOLKATA, THURSDAY
15 AUGUST 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৫ অগস্ট ২০২৪

পয়েন্ট নষ্ট মোহনবাগানের, আরও কঠিন হল সুপার সিক্সের রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগে আবার পয়েন্ট নষ্ট করল মোহনবাগান। বুধবার কাস্টমসের বিরুদ্ধে জিততে পারল না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। এ দিনের ড্রয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় সাত নম্বরে নেমে গেল তারা। ফলে সুপার সিক্সে ওঠার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে মোহনবাগানের। গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হল ম্যাচ।

এ বারের কলকাতা লিগে মোহনবাগানকে প্রথম থেকেই ভোগাচ্ছে রক্ষণ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা। সব মিলিয়ে কলকাতা লিগে চেনা মেজাজে দেখা যাচ্ছে না ডেগি কার্ডোজোর দলকে।

ন'টি ম্যাচ খেলে তিনটে জয় পেয়েছে মোহনবাগান। ডার্বি-সহ দু'টি ম্যাচ হেরেছে তারা। বুধবারের ড্র সবুজ-মেরুন শিবিরের চতুর্থ। এ দিন গোল করার তেমন সুযোগই তৈরি করতে পারেননি সুমিত রাঠিরা।

টালিগঞ্জ এবং ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয়ে সুপার সিক্সের আশা তৈরি হয়েছিল মোহনবাগান শিবিরে। কিন্তু গত ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে জঘন্য ফুটবল খেলে সেই সম্ভাবনা নষ্ট করেছেন মোহনবাগান ফুটবলারেরাই।

ভারত সেরা বাংলার ছেলেদের স্বাগত জানাল আইএফএ। গতকাল ছত্তিশগড় নারায়নপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মাঠে তারা ওড়িশাকে হারিয়ে জাতীয় জুনিয়র ফুটবল ডা. বি সি রায় ট্রফিতে চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে বাংলার বিজয় নিশান উড়িয়ে এসেছে। মঙ্গলবার রাতে তারা হাওড়া স্টেশনে ফিরলে তাদের সাদরে বরণ করে নিল আইএফএ। স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি দিলীপ নারায়ন সাহা,সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, গভর্নিং বডির সদস্য পঞ্চানন দত্ত,দিলীপ আচার্য, শুভঙ্কর ঘোষ,নাসির আহমেদ, ময়দানের পরিচিত ফুটবল সংগঠক আলোকেশ কুণ্ডু, দেবাশীষ মন্ডল,শংকর বসু ও স্বপন দত্ত। ঢাকের আওয়াজে হাওড়া স্টেশনে ছুটলো আনন্দের রোশনাই। আইএফএ এর এই অভ্যর্থনায় আপ্লুত বাংলার কোচ থেকে ফুটবলার সকলেই।

ম্যাচ অফিশিয়ালদের বেখেয়ালে সুপার ওভার হয়নি শ্রীলঙ্কা-ভারত টাই ওয়ানডেতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কা ও ভারতের সিরিজের প্রথম ওয়ানডে টাই হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সুপার ওভার হওয়ার কথা ছিল। তবে ম্যাচ অফিশিয়ালরা খেয়াল না করায় সেটি হয়নি। আইসিসির সর্বশেষ প্রকাশিত (২০২৩ সালের ডিসেম্বর) পুরুষদের ওয়ানডের প্লেয়িং কন্ডিশনের ১৬.৩.১.১ ধারা অনুযায়ী, দুই ইনিংস শেষ হওয়ার পর দুই দলের স্কোর সমান হলে (ডিএলএস পদ্ধতি ছাড়া) সুপার ওভার হতে হবে। সুপার ওভারও টাই হলে 'ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি' ব্যতীত সুপার ওভার হতে থাকবে, যতক্ষণ না এক দল জয়ী হয়। আর সুপার ওভার সম্ভব না হলে ম্যাচকে টাই হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

তবে ইএসপিএনক্রিকইনফো বলছে, সে ম্যাচের অন ফিল্ডের দুই আম্পায়ার জোয়েল উইলসন ও রবীন্দ্র উইমালাসিরি, ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মাদুগালে, টেলিভিশন

আম্পায়ার পল রাইফেল ও চতুর্থ আম্পায়ার রুচিরা পালিয়াগুরুগে এরপর ভেতরে ভেতরে নিজেদের ভুল স্বীকার করেছেন।

অবশ্য এর মাঝে অন্য একটি ব্যাপারও কাজ করে থাকতে পারে। সাধারণত প্লেয়িং কন্ডিশনের কিছু ব্যাপারে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে দুই দলের সমঝোতা হয়। এ কারণেই টাই হওয়ার পরও সুপার ওভার হয়নি কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হতে পারে। তবে প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী, যেকোনো ওয়ানডেতেই টাই হলে এখন সুপার ওভার হতে হবে।

ক্রিকইনফো বলছে, মাদুগালে, উইলসন ও উইমালাসিরি তাৎক্ষণিকভাবে সুপার ওভার না খেলানোর নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে পরবর্তী সময়ে আলোচনার ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নেন, সিরিজে পরবর্তী সময়ে কোনো ম্যাচ টাই হলে সুপার ওভার হবে।

গত ২ আগস্ট কলম্বোয় সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ভারতকে ২৩১ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। জবাবে ৪৭.৫ ওভারে ২৩০ রানেই অলআউট হয়ে যায় ভারত। এর পরপরই আম্পায়াররা স্টাম্পের বেলস তুলে ম্যাচ শেষের সংকেত দেন, খেলোয়াড়েরাও হাত মেলাতে থাকেন। তবে ম্যাচ টাই হওয়ার কথা কি না, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে প্রশ্ন ঠিকই ওঠে।

শ্রীলঙ্কা পরের দুটি ম্যাচ জিতে সিরিজ জেতে ২-০ ব্যবধানে। যেটি ভারতের বিপক্ষে লঙ্কানদের ১৯৯৭ সালের পর প্রথম কোনো দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ জয়।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টে টিকিটের দাম ১৫ টাকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ২১ অগস্ট থেকে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে। প্রথম ম্যাচটি হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। প্রথম ম্যাচে টিকিটের যে দাম রাখা হয়েছে তা দেখে অবাক অনেকেই। কারও মন্তব্য, একটা সিঙারার থেকেও কম দামে কেনা যাবে আস্ত একটা দিন খেলা দেখার টিকিট।

সোমবার পাকিস্তান বোর্ড প্রথম টেস্টের টিকিটের দাম ঘোষণা করেছে। সবচেয়ে কম দামি টিকিটের মূল্য ৫০ পাকিস্তানি রুপি। ভারতীয় মুদ্রায় তা ১৫ টাকার সমান। সবচেয়ে বেশি টিকিটের দাম আড়াই লক্ষ পাকিস্তানি রুপি। তবে সবচেয়ে কম দামি টিকিট নিয়েই আলোচনা হচ্ছে বেশি।

ভারতীয় সমর্থকেরা কৌতুক করতে ছাড়েননি। টিকিটের সঙ্গে সিঙারার দামের তুলনা করেছেন তাঁরাই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এত কম দামে যে গোটা একটা দিন

বিশ্বের কোনও প্রান্তে যে খেলা দেখা যায়, এটা না দেখলে বিশ্বাস হত না।

অতীতে স্টেডিয়াম ভরাতে বেগ পেতে হয়েছে পাকিস্তান বোর্ডকে। টেস্ট তো দূর অস্তু, পাকিস্তান সুপার লিগের খেলাতেও মাঠ ভরেনি। বোর্ডকর্তাদের অনুমান, টিকিটের দাম বেশি রাখার কারণেই সমর্থকেরা স্টেডিয়ামে আসেননি। তার জন্য টেস্ট সিরিজরে টিকিটের দাম সকলের সাধ্যের মধ্যে রাখা হয়েছে।

এ দিকে, বাংলাদেশের টেস্ট দলে ফিরেছেন শাকিব আল হাসান। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। সিরিজ খেলতে ইতিমধ্যেই লাহোরে পৌঁছে গিয়েছে বাংলাদেশ দল। তিন দিন তারা অনুশীলন করবে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে।

রুপো পাচ্ছেন না বিনেশ, খারিজ আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক আদালতে সম্ভবত হার বিনেশ ফোগাটের।

সরকারি ভাবে রায় ঘোষণা না হলেও সূত্রের খবর, তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্রীড়াক্ষেত্রের সর্বোচ্চ আদালত কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে (ক্যাস) আবেদন করেছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন, অলিম্পিক্স থেকে বাতিল করা হলেও অন্তত রুপো দেওয়া হোক তাঁকে। বিনেশের সম্ভবত অলিম্পিক্স পদক প্রাপ্তি হচ্ছে না।

ক্যাস-এ আবেদন করলেই যে বিনেশ রুপো পাবেন, এমন প্রত্যাশা কারওরই ছিল না। নিয়ম মেনে এই আবেদন করা হয়েছিল। অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যাবে। সেটাই নাকি হয়েছে। সত্যিই তেমন হলে অলিম্পিক্স থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে বিনেশকে। ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের (আইওএ) সভাপতি পিটি ঊষা না কি রায় জানার পর ঘনিষ্ঠ মহলে হতাশা এবং বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যদিও এ নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করেননি কেউ। আগামী ১৬ অগস্ট ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ সরকারি ভাবে রায়দান করা হবে বলে জানিয়েছে

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত।

বিনেশ দাবি করেছিলেন, মঙ্গলবার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন তিনি। তখন ওজন নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। তা হলে ফাইনালে না খেলতে পারায় তাঁকে অন্তত রুপো দেওয়া উচিত ছিল। সেই আবেদনেরই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**